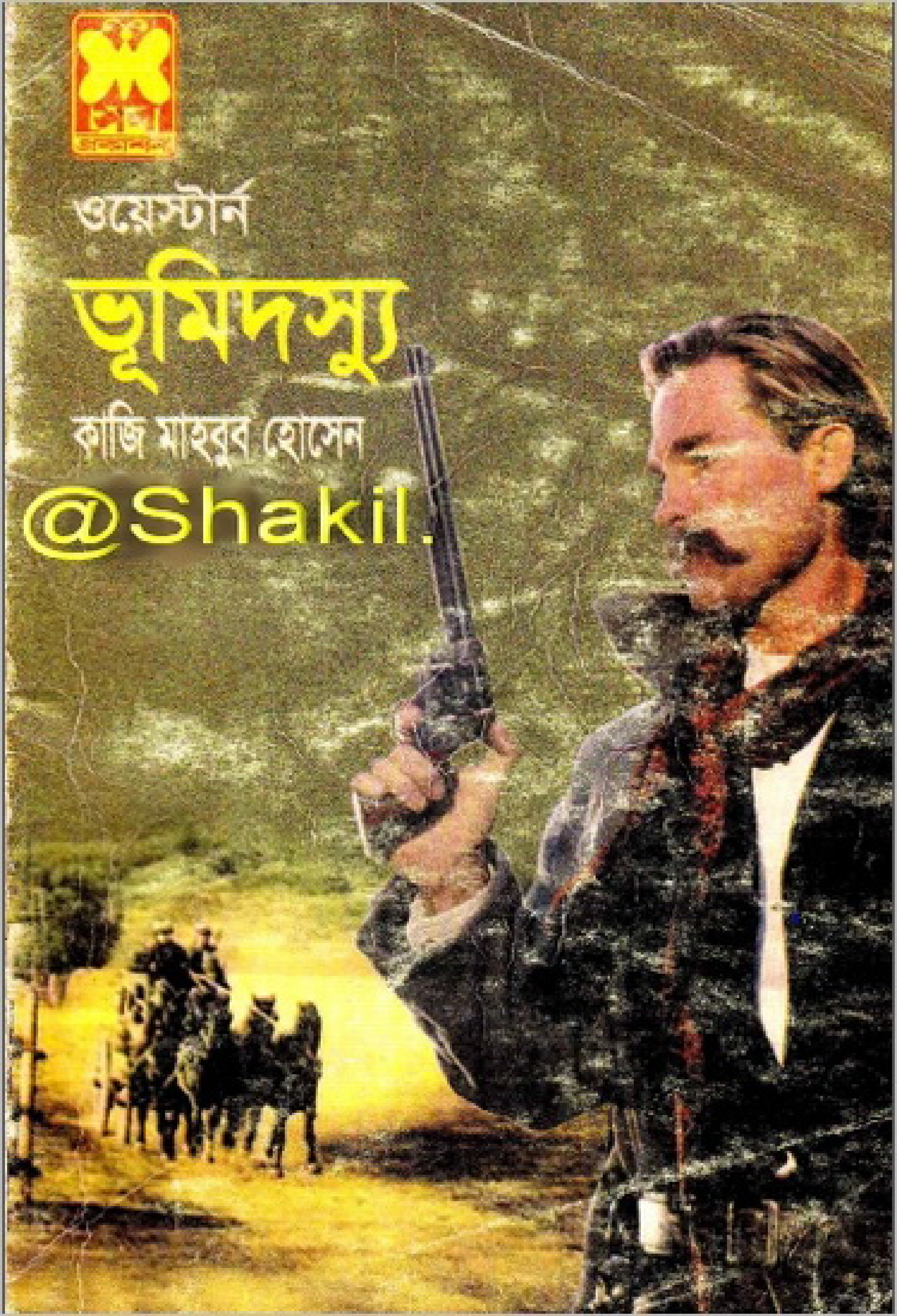

ওয়েস্টার্ন
ভূমিদস্যু
কাজি মাহবুব হোসেন
@Shakil.

ভূমিদস্যু

রাইফেল হাতে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে থমসন পিট। শিকার এখন ওর হাতের মুঠোয়। নীচে, রাইফেলের আওতার মধ্যেই সে আছে। লোকটা বারবার ঘুরেফিরে একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই মেলাতে পারছে না। একটা বড় গাছের কাছে এসে থামছে সে। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে পরে আবার প্রথম থেকে শুরু করছে। কী যেন ঠিক মিলছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে লোকটা ধাঁধায় পড়েছে।

থমসন জানে না ওই লোককে কেন মারতে হবে–অবশ্য তার জানার কোনও দরকারও নেই। অর্ধেক টাকা সে আগাম পেয়ে গেছে, বাকি অর্ধেক কাজ শেষ হলে পাবে। একটা খবর তাকে দেয়া হয়েছে–অল্প কথায় বুঝিয়ে দিয়েছে কাজটা শেষ না করলে খারাপ হবে। আরও জানানো হয়েছে ম্যাক নিল এখনও বেঁচে আছে। ওটা ছিল ওর শেষ কাজ, আর কাজ শেষ না করে টাকা নেওয়া ওর নীতি-বিরুদ্ধ। কাজ শেষ করেই টাকা নেবে সে।

নিচের লোকটা দুবার ঘুরে এসে এখন হাঁটু গেড়ে বসে উপত্যকাটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখছে। এবার উঠে সোজা থমসনের দিকেই এগিয়ে এলো–আর মাত্র দুশো গজ! রাইফেল

তুলে প্রস্তুত হলো থমসন, কিন্তু পুরো নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। আর একটু কাছে হলে ভাল হয়। এটা একেবারে ফাঁকা এলাকা। কোন আড়াল নেই–পেশাদার ঘাতকের মিস করা সাজে না। ম্যাক নিল নেহাৎ কপাল জোরে বেঁচে গেছে। অবশ্য আগাম টাকা নিয়ে তারই উচিৎ ছিল নিশ্চিত হওয়া। যাক, আগামীতে আরও সাবধানে কাজ করবে সে।

থমসনের থেকে চল্লিশ গজ দূরে বসে আছে এরফান জেসাপ। সবই সে খেয়াল করছে। নীচের লোকটা আবার ঘুরে বড় গাছটার কাছে এসে নিচু হয়ে কিছু ঘাস উপড়ে নিয়ে শিকড়গুলো পরীক্ষা করে দেখল। কী খুঁজছে ও? এরফান জানে এখানে কোনো সোনা পাওয়া যায়নি। তবে? লোকটা কী খুঁজছে? মাটিতে পুঁতে রাখা গুপ্তধন? নীচের ছাপ দেখে বোঝা যায় লোকটা এখানে আগেও এসেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। তারপর থমসন যেখানে আছে সেদিকেই সোজা এগিয়ে যেতে শুরু করল। দূরত্ব কমে আসছে দেখে তৈরি হয়ে বসল থমসন। রাইফেলটা মাটির উপর রেখে বাঁট গালে ঠেকিয়ে ট্রিগারের দিকে আঙুল বাড়াল সে।

লোকটার মতলব ভাল নয় বুঝে পিস্তল বের করে গুলি করল এরফান। পাঁজরে তপ্ত বুলেটের ছেঁকা খেয়ে চমকে উঠল থমসন পিট, আঙুলের টানে তার রাইফেলের গুলিও ছুটে গেল। কিন্তু মিস হলো ওর গুলি। চকিতে তাকাল সে কে গুলি করেছে দেখতে। লোকটার চেহারা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল তার। এরফান জেসাপ! এখানে! পালাতে হবে, নইলে এরফান ওকে ধরে জেলে পুরবে। আর তা হলেই ফাঁসি হয়ে যাবে তার বেশ কয়েকটা খুনের অভিযোগে। এরফানকে তাকাতে দেখে প্রাণ ভয়ে ঘন ঝোপের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের ঘোড়ার দিকে ছুটল সে। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে দ্রুত অদৃশ্য হলো থমসন।

বুঝতে পারছে, বাঁচতে হলে তাকে এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে, নইলে যে-লোক তাকে টাকা দিয়েছিল সে এই ব্যর্থতার কারণে তাকেই নিজস্ব লোক দিয়ে অ্যাম্বুশে ফেলে খতম করে দেবে। ভয়ঙ্কর লোক হারকট। তার কাছে ব্যর্থতার কোনও ক্ষমা নেই।

ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ায় এরফান বুঝল লোকটা আজ আর ফিরবে না।

বিগ টেলর অবাক হয়ে ঝোপের দিকে চেয়ে রইল। এগিয়ে গিয়ে সে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল্। লোকটা যে তার জন্যে অনেকক্ষণ ওখানে অপেক্ষা করেছে সেটা দুমড়ানো ঘাস দেখেই বোঝা যায়। তার প্রতিটা গতিবিধি সে খেয়াল করছিল। কিন্তু কেন?

একটা ঘোড়া হেঁটে এগিয়ে আসার সাড়া পেয়ে বিগ চট করে ঘুরে দাঁড়াল। ওর একটা হাত পিস্তলের কাছে ঘুরছে। লম্বা আর সুগঠিত একটা লোক চমৎকার সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। লোকটার কালো চুল হ্যাটের তলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে। লোকটার কালো চোখ দুটো বন্ধুসুলভ। হাসিমুখে সে বলল, 'তোমার বন্ধু খুব দ্রুত কেটে পড়েছে। তা তোমাকে কেন গুলি করতে চাচ্ছিল সে?'

'আমি নিজেও জানি না কেউ আমাকে কেন হত্যা করতে চাইবে,' বলল বিগ টেলর। 'এই এলাকায় আমাকে কেউ চেনে না, তাছাড়া আমি যে এলাকার মানুষ সেখানেও আমার কোন শত্রু নেই।'

'নতুন এসেছ?' বলল এরফান। 'আমিও এখানে নতুন—এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'মনে হচ্ছে তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ,' স্বীকার করল বিগ। 'আমি আমার বসের সাথে এখানে এসেছি, তার র‍্যাঞ্চ

চালাব বলে। কিন্তু এখন র‍্যাঞ্চটাই খুঁজে পাচ্ছি না।'

'খুব ঝামেলার কথা!' মন্তব্য করল এরফান, 'একটা র‍্যাঞ্চই গায়েব হয়ে গেল? তুমি কি সেটাই এতক্ষণ খুঁজছিলে? খুলে বলো, হয়ত আমিও তোমাকে ওটা খুঁজতে সাহায্য করতে পারি।'

'শোনো, এই উপত্যকার নাম পিকেট ফর্ক। নদীটা ওদিকে। পিটার ডুভাল আমার বসকে যে বিবরণ পাঠিয়েছে তাতে ওই বিশাল গাছটা যেখানে আছে সেখানেই র‍্যাঞ্চটা থাকার কথা। কিন্তু ওখানে তেমন কোন চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে বুড়ো একটা পাগল ছিল! তবে র‍্যাঞ্চটা সিন্ডি বেলকে লিখে দিয়েছে ডুভাল। মেয়েটা ডুভালের ভাগ্নী। ওর ক্যানসাসে একটা র‍্যাঞ্চ থাকলেও সেটা ছেড়ে এখানে আসার কারণ ওখানে চারপাশের জমিতে লোকে চাষবাস শুরু করেছে।'

একটা সিগারেট তৈরির ফাঁকে সব কথা বলল বিগ-এই জন্যেই সিন্ডি বেল নিজেরটা ছেড়ে মামার র‍্যাঞ্চের দখল নিতে এসেছে।

'দুদিন আগে আমরা কাচিনায় এসে পৌঁছেছি। ওখানে খোঁজ নিয়ে জানলাম কেউ ওই র‍্যাঞ্চ বা পিটার ডুভালের কথা শোনেনি।

'চিঠিটা কত দিন আগে লেখা?'

'প্রায় তিন বছর আগে। সে তখন ফ্রিস্কোতে ছিল, র‍্যাঞ্চের দিকে রওনা হবে লিখেছিল। পরে আরেকটা চিঠিতে ওর বন্ধু জানাল মারা গেছে ডুভাল। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে।'

এরফানের এখানে উপস্থিতির কারণও ডুভালের একটা চিঠি, যেটায় সে বিপদের আশঙ্কা করেছিল। এরফান জানে বুড়ো হলেও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবার বান্দা ডুভাল নয়।

এর মধ্যে নিশ্চয় কোন কারসাজি আছে। হয়তো খুন করা হয়েছে তাকে। 'তুমি জানো এদিকে শিপাপু কোথায়?' বিগকে প্রশ্ন করল সে।

'ওটার কথা কখনও শুনিনি।'

'আমরা কাচিনায় জিজ্ঞেস করে নেব। এখন চারপাশ ভাল করে দেখি!'

খুব সাবধানে খুঁজেও র‍্যাঞ্চের কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। কোন খুঁটির পোস্টও নেই। নেই কোন দেয়াল বা ভিত। যেখানে র‍্যাঞ্চটা থাকার কথা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওই তিন ফুট ব্যাসের বিরাট গাছ।

'বুড়োর নিশ্চয় মাথা খারাপ ছিল,' অগত্যা বলল বিগ। 'অথচ সিভির থাকার একটা জায়গা দরকার। সব পুরোন কর্মচারীকে বোনাস দিয়ে বিদায় করে ওর হাতে আর টাকা নেই এখন।'

ঘোড়াটাকে নিয়ে গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল এরফান। ডুভালের যদি একটা কেবিন থাকত তবে সেটা এখানেই তৈরি করা হত। কিন্তু ওই গাছটা অন্তত চল্লিশ বছরের পুরোন। চিঠিতে একটা কুয়ার কথা লেখা আছে, কিন্তু তার কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

'দেখো!' হঠাৎ বলে উঠল বিগ। 'কারা যেন আসছে।'

চারজন আরোহী ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ক্ষুধার্ত চেহারার প্রথম লোকটা ওদের দুজনকে একবার দেখে নিয়ে এরফানকে প্রশ্ন করল, 'এখানে তোমরা কী খুঁজছ?'

'আমরা পিডি আউটফিট খুঁজছি,' জবাব দিল বিগ। 'ওটা এখানেই কোথাও থাকার কথা।'

'পিডি আউটফিট?' মাথা নাড়ল রাইডার। ওর ছোট চোখ দুটো সতর্ক হলো। 'কখনও শুনিনি। এখানে ওরকম কোন ব্র্যান্ড

নেই। থাকলে আমি জানতাম।'

'তুমি কখনও পিটার ডুভালের নাম শোননি?'

'না, শুনিনি। এখন তোমাদের সরে পড়া ভাল। আমাদের গরু খোয়া যাচ্ছে। এখানকার লোকজন অচেনা লোকের আনাগোনা পছন্দ করে না।'

ঘোড়ার ঘাড়ের উপর থেকে একটা মাছি তাড়িয়ে এরফান সরাসরি প্রশ্ন করল, 'এই জমির মালিক কি তুমি?'

লোকটার চেহারা কঠিন হলো।

'হ্যাঁ, আমরাই এটা চালাই,' বলল সে। 'আমরা গোলমাল চাই না, তবে কোন ঝামেলা হলে সেটা সামলানোর মত ক্ষমতা আমাদের আছে।'

বিগ টেলর ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। চারজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সে। এক হাতে ব্রাইডল ধরেছে অন্য হাত জানুর উপর। 'হতে পারে তোমরা ঝামেলা চাও না, কিন্তু আমরা যে র‍্যাঞ্চটা খুঁজছি সেটা এখানে কোথাও আছে, ওটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা খুঁজব।'

'এখানে সেটা চলবে না, এটা বক্স টির জমি, চলে যাও, আর ফিরো না।'

'টেলর...' বাধা দিয়ে বলে উঠল এরফান, 'মাথা গরম করার আগে এই ভদ্রলোককে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই।'

মুহূর্তের জন্য অবাক হলেও টেলর থামল। বলল, 'ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করো।'

'তুমি কি বক্স টির ফোরম্যান?' নরম সুরে প্রশ্ন করল এরফান।

'না, বিল স্যাকসন ওটার ফোরম্যান, আমি ওর সেগুন্দো ভিনসেন্ট ব্যারি।'

'বক্স টির মালিক কে?'

'কর্নেল বেলো।'

'ধন্যবাদ,' শুষ্ক স্বরে বলল এরফান। 'তাকে কি বক্স টিতে পাওয়া যাবে?'

'বক্স টিতে না থাকলে সে আছে কাচিনার ম্যানসনে। তবে তাকে পটাতে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, কঠিন মানুষ সে।'

'যারা গোলমাল চায় না তেমন আউটফিটের মনে হচ্ছে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। ফোরম্যানের চেয়ে সেগুন্দোর চোট বেশি।'

পাকা পিস্তলবাজের মত এরফানের নিচু করে বাঁধা পিস্তল ঝুলতে দেখে ব্যারি আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

অনিচ্ছার সাথে টেলর ঘোড়া নিয়ে এরফানের সাথে যোগ দিল। রেগেছে ও। 'তোমার দোষ নেই,' বলল সে, 'তবে আমি আশা করেছিলাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

'কেন?' ঘুরে ওর দিকে চেয়ে হাসল এরফান। 'অন্ধের মত একটা সুটিং ম্যাচে নেমে কী লাভ? এতে কারও কোন লাভ হত না। মৃত বা জখম হয়ে তুমি মিস বেলের কোন কাজে আসতে না। ওরা যে এটাই চাচ্ছিল তা কি তুমি পরিষ্কার বোঝোনি?'

'খোলা রেঞ্জে কারও সাথে দেখা হলে লোকজন তামাক বাঁটে বা গল্প করে, কিন্তু এদের বড়াই বা ডাঁটই ছিল আলাদা।'

এরফানও ঠিক এই কথাই ভাবছিল, তাছাড়া ওদের চড়াও হওয়ার ধরন দেখে এরফানের সন্দেহ হচ্ছিল রেঞ্জটা হয়ত বক্স টি জোর করে দখল করে নিয়েছে। ওদের রেঞ্জ পরীক্ষায় আপত্তি দেখে তা-ই মনে হয়।

'তোমার কি মনে হয় এদেরই কেউ আমাকে গুলি করেছিল?' হঠাৎ প্রশ্ন করল টেলর।

'না, আমার তা মনে হয় না,' জবাব দিল এরফান। 'এদের কেউও হতে পারত, তবে তার সম্ভাবনা কম। তুমি কি

এখানকার সব কিছু দেখেছ?'

'এক সপ্তাহের ওপরে খুঁজছি, আর সব কিছুই ঠিক আছে, পাহাড়ের চূড়া, নদী—শুধু র‍্যাঞ্চটাই নেই।'

'হতে পারে এই কারণেই তোমাকে গুলি করা হয়েছে, তুমি এলাকা ছেড়ে নড়ছ না দেখে ওরা চিন্তায় পড়েছে। ওরা হয়ত জমিতে কিছু বদল করেছে।'

'যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু আমি জানতে চাই কে আমাকে গুলি করল।'

'হয়ত এতে দুটো আউটফিট জড়িত আছে, কিংবা এর পিছনে কোন ধূর্ত মাথা কাজ করছে।'

'তোমার কথাই হয়ত ঠিক, কিন্তু সিন্ডিকে আমি কী করে জানাব যে তার কোন র‍্যাঞ্চ নেই? বেচারী একেবারে ভেঙে পড়বে!'

র‍্যাঞ্চ এলাকা থেকে কাটিনা দশ মাইল। আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে পথ চলছে ওরা। পথে এক জায়গায় ঘোড়া থামাল এরফান। একটা পুরোন পথ চলে গেছে ওদিকে। ওটা এঁকেবেঁকে ঝোপের ভিতর দিয়ে দূরে পাহাড়ের দিকে উঠে গেছে। অব্যবহৃত পথটা দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'ওটা কোথায় গেছে?'

'আমি শহরে শুনেছি ওটা চিমনি ক্রীকের পিছনে একটা পুরোন খনির ক্যাম্পে গেছে। ক্যানিয়নের ব্রিজটা ভেঙে যাওয়ার পর কেউ আর ওই পথে চলে না। বড় মেসাটার নাম ব্যাবিলন। ওদিকটা ভূতুড়ে বলে মনে করে মানুষ।'

'ভূতুড়ে?'

'হ্যাঁ। ওখানে এক দল ধার্মিক লোকের বাস। কাটিনার লোকজন ওদের ভয় করে। কয়েক বছর আগে ব্রিজটা যখন ভাল ছিল তখন একজন ওদিকে গেছিল। লোকটা মেসায়

অনেক মৃতদেহ দেখতে পায় কিন্তু কেন ওদের মরণ হয়েছে জানা যায়নি।

'কারও গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন ছিল না। তিনজন মাইনারের সাথে একজন ব্রাউন পোশাক পরা ব্রাদারও ছিল ওখানে। লোকটা আর দেরি করেনি। দ্রুত ফিরে এসেছিল। শয়তানের এলাকা ওটা।'

'শুনেছি ওদিকে ভাল ঘাস আছে।'

'তা থাক। তবু ওটা খারাপ এলাকা। তুমি ভাল লোক হলে ওখান থেকে দূরে থাকবে।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাফল ব্যাগটা তুলে নিয়ে এরফান চলল ম্যানশন হাউসের খোঁজে।

ম্যানশন হাউস দালানটা চারকোনা। নিচের তালা পাথরের হলেও দোতালা কাঠের তৈরি। এর অর্ধেকটা হোটেল, বাকি অর্ধেক সেলুন। চার সিঁড়ি উঠে ভিতরে ঢুকল এরফান। ওখানে বেশ কিছু ফালতু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এরফানকে ঢুকতে দেখে সবাই একসাথে মুখ তুলে তাকাল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার কৌতূহল হারিয়ে মুখ ফেরাল।

লবিটা চওড়া আর ছায়াময়। কয়েকটা চামড়ার চেয়ার পাতা আছে, একটা কালো চামড়ার সেটিও রয়েছে ওখানে। কাউন্টারের পিছনে ক্লার্ক বসে আছে। ডেস্কের উপর খোলা খাতা পড়ে আছে।

খাতা টেনে নিয়ে সিন্ডির নামের নীচে সে সই করল স্কট ক্যামেরন, এখনও নিজের নাম জানতে দিতে চায় না ও। এক ঝলকেই সে দেখে নিয়েছে সিন্ডি কত নম্বরে আছে। চাবি হাতে নিয়ে দেখল তারটা আঠারো নম্বর।

সবজান্তার মত হেসে ক্লার্ক বলল, 'দুই ডলার অ্যাডভান্স চাই।'

টাকা বের করে দিয়ে এরফান প্রশ্ন করল, 'রাস্তায় যেটা দেখলাম সেটাই কি খাবার একমাত্র জায়গা?'

'হ্যাঁ, তবে ওদের খাবারটা ভাল।'

'হোটেলটা কার?'

'কর্নেল বেলো এটার মালিক। এদিককার সবই প্রায় তার। কোন কিছুই ওর জন্যে বাধা নয়।'

'কিছু লোক আছে যারা এইভাবেই বড়লোক হয়। একদিন হয়ত আমরাও বড়লোক হব।'

ক্লার্ক সোজা হয়ে দাঁড়াল, ওর চোখ দুটো কঠিন হয়ে উঠল। 'আমি তোমার কথা জানি না, তবে আমারটা হয়ে গেছে। এখন শুধু আদায় করার অপেক্ষা।'

এরফান আশা করলেও আর কিছু বলল না সে। বিগের সাথে কাচিনার বাইরে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল এরফান, আর দেখা হয়নি। পিটার ডুভালের র‍্যাঞ্চটা অদৃশ্য হয়েছে এবং মনে হচ্ছে ওটা কর্নেল বেলোর বিশাল সম্পত্তির মাঝেই হারিয়ে গেছে। লোকটা কোথা থেকে এসেছে, এর আগে কী করত এসব কথা জানা খুব জরুরি, কিন্তু পশ্চিমে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করার রেওয়াজ নেই।

কাচিনায় নতুন এসেছে এরফান। বেশিদিন এখানে থাকার কোন অজুহাত নেই তার। সে যদি একটা রাইডিং কাজ বক্স টিতে জোটাতে পারে তবে সব দিক থেকেই ভাল হয়। ওখানে কী কথা হয় সব শুনতে পারবে সে।

হোটেলের শেষ মাথায় কর্নেল বেলোর ঘর। দরজা খুলে কর্নেল তার ফোরম্যান বিল স্যাকসনকে সুইটে ঢুকতে দিল।

স্যাকসন বিশাল লোক, শক্তও বটে। ভাল পিস্তল চালায় বলে এলাকায় ওর নাম আছে। নিষ্ঠুর আর বিবেকহীন মানুষ।

কর্নেলের হাতে সে একটা ধারাল অস্ত্র। এছাড়াও ওরা পরস্পরকে বোঝে। সে অবশ্য কর্নেলের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা তার উদ্দীপনার উৎস কী তা জানে না।

'ব্যারি আর কিছু কর্মচারী আজ পিকেট ফর্কে দুজন লোকের দেখা পেয়েছে।'

সংবাদটা নীরবেই শুনল কর্নেল। সিন্ডি বেল আর বিগ টেলর শহরে আসার পর সে এটাই আশা করছিল, কিন্তু দুটো পুরুষ লোক?

'ওদের একজন টেলর। অন্যজন কে?'

'অপরিচিত লোক, একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে ছিল সে। এমন চমৎকার ঘোড়া সচরাচর দেখা যায় না। বিগ মোকাবেলার জন্যে তৈরি ছিল কিন্তু অন্য লোকটা ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ব্যারি আরও বলল কেউ বিগের দিকে গুলি ছুঁড়েছিল।'

'ওর দিকে গুলি ছুঁড়েছিল? হয়ত সে ঝামেলা পাকাতে চেয়েছিল।'

মসৃণ স্বরে বলল বেলো, 'ওকে কে গুলি করবে?'

ভুরু কুঁচকাল বিল। 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। এটা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছে। আমি জানতে চাই কী ঘটছে।'

'আমিও তা-ই চাই,' শুকনো গলায় বলল বেলো। 'এই নতুন লোকটা কে তা খুঁজে বের করো। এটা আমি এখনই জানতে চাই। এর মধ্যে বিগকে আর ঘাঁটিয়ো না। সে যদি কিছু করে আমার কর্মচারীদের ভাল অজুহাত দেয় সেটা অন্য কথা। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল বিল। 'নিশ্চয়ই, আমি ব্যারিকে বুঝিয়ে দেব।' একটু ইতস্তত করে সে আবার বলল, 'হ্যারি গতরাতে পুবে গেছিল, সে বুসি নলের কাছে আবার আলো দেখতে পেয়েছে।

ওদিকটা আমি একটু ঘুরে দেখতে চাই। ওই ব্যাবিলন প্যাস্চার আমাকে বেশ কৌতূহলী করে তুলেছে।'

'স্যাক্সন!' কর্নেলের ফেকাসে চেহারায় অবাক হলো বিল। 'তুমি ওখান থেকে দূরে থাকবে। ওটার কাছেও যাবে না কখনও! বুঝেছ?'

'নিশ্চয় বস্।'

দরজার বাইরে এসে বিল একটা সিগারেট তৈরির ফাঁকে ভাবছে, ব্যাবিলনের প্রসঙ্গে বেলো এমন ফেকাসে হয়ে গেল কেন? সে যে কাপুরুষ নয় এটা ভাল করেই জানে বিল। তবে?

দুই

পরদিন একটু সকালেই বিছানা ছাড়ল এরফান। আয়েস করে নাস্তা সেরে উঠে লোকজনের সাথে আলাপ করছে সে। বিগের দেখা নেই। ওরা সবাই প্রাণ খুলে বলছে, এরফান তাদের কথা মনযোগ দিয়ে শুনছে। পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল এরফান। একটা স্বর বলল, 'ব্যারির সাথে কথা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বস্। হ্যারির সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'লোকটা ব্যাবিলন নলে আলো দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে।'

'হ্যারি মেয়ে মানুষের চেয়েও অধম,' বিরক্ত স্বরে বলল প্রেস।

'হয়ত দেখা যাবে নেংটি ইঁদুর দেখেও সে ভয় পায়!'

'হয়ত বা, কিন্তু ব্যাবিলন প্যান্থার্সের কোন ব্যাপারে আমি জড়াতে চাই না। ওখানে কিছুই হয়ত নেই, তবু এত ধোঁয়া যেখানে সেখানে আগুনও থাকতেই হবে।'

'ওসব কথা বাদ দাও, প্রেস, কেউ তোমাকে ওখানে যেতে সাধছে না। আসল কথা, আমার মনে হয় কর্নেল নিজেও ওই এলাকাকে ভয় পায়।'

'কর্নেল? আমার তো মনে হয় সাক্ষাৎ শয়তানকেও ভয় পায় না সে!'

'তুমি যাও, ব্যারিকে খুঁজে বের করো। ওকে বোলো আমি দেখা করতে চাই।'

'ঠিক আছে, বিল। আমি যাচ্ছি।'

এরফান লক্ষ করল লোকটা চলে গেল। বিল দাঁড়িয়েই রইল। প্রেস লোকটা পুষ্ট। ওর নোংরা সোনালি চুল শার্টের কলার পর্যন্ত কুঁকড়ে নেমেছে। পোশাক জীর্ন হলে কী হবে, পিস্তল আর বেল্ট তেল দেওয়ায় চকচক করছে। পিছনের লোকটাকে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে অপেক্ষা করল সে, কিন্তু লোকটা গেল না। একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল এরফান। দেখল বিশাল একটা লোক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'এখানে নতুন এসেছ?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ,' হেসে জবাব দিল এরফান। 'আমার নাম ক্যামেরন। তুমি কোন্ আউটফিটের সাথে আছ?'

এক মিনিট ওকে যাচাই করে দেখে জবাব দিল লোকটা, 'বক্স টি।'

'তোমাদের কাজের লোক দরকার আছে?' সুযোগ হাত ছাড়া করল না এরফান।

'ভাল কাজের লোক সবারই দরকার।'

'আমি জন পিয়ার্স, শ্যাংহাই পিয়ার্স আর এক্স আই টিতে কাজ করেছি।'

'ওগুলো ভাল আউটফিট। তুমি এখানে কাউকে চেনো?'

'একজনকে, ওর সাথে আমার শহরের বাইরে পরিচয় হয়েছিল। লোকটার নাম বিগ টেলর।'

মনে মনে চমকে উঠল স্যাকসন। তা হলে এই লোকই... 'ওহ্, তুমিই তা হলে গতকাল অনধিকার প্রবেশ করেছিলে? তোমার কথা শুনেছি আমি।'

'ওরা তোমার কর্মচারী ছিল?' কাঁধ উঁচাল এরফান। 'ওরা যে কারা তা আমি জানতাম না। কিন্তু ওরা মিছেই ঝামেলা করছিল। আমি এলাকাটা পার হচ্ছিলাম, এই সময়ে একটা ঘোড়ার সাড়া পেলাম। তারপর দেখি একটা লোক নীচের লোকটাকে গুলি করার জোগাড় করছে। তাই ওকে চমকে দেয়ার জন্যে আমিই পিস্তল বের করে গুলি করলাম।'

বির্ল রাস্তার দিকে চাইল। তা হলে সত্যিই কেউ বিগকে গুলি করতে চেয়েছিল। কিন্তু কে? কেন? বিরক্তিতে মাথা নাড়ল সে।

'তুমি কখনও ঝোপ থেকে গরু বের করার কাজ করেছ?'

'নিশ্চয়, আমি বিগ বেন্ড এলাকার মানুষ। ওখানে লোকেরা ওই কাজই প্রথম শেখে। রাইডিং চাকরি আছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ, প্রচুর।'

'যদিও খুব পরিশ্রমের কাজ, তবু তুমি চাইলে আমি তা করব। আমাকে প্রতি গরু হিসেবে নিয়োগ করলেই পারো?'

একটু ইতস্তত করছে বিল...ওটাই হয়ত এড়িয়ে যাবার সব থেকে ভাল উপায়। গরু প্রতি চুক্তিতে কাজ করলে লাভ করতে হলে ওকে প্রচণ্ড খাটতে হবে–ঝোপের খোঁচায় অন্ধ হওয়াও বিচিত্র নয়।

'এখনও বলতে পারছি না, কর্নেলের সাথে আলাপ করে

জানাব। কাজটা পেলে কিনা জানার জন্যে আশেপাশেই থেকো।'

স্যাকসন চলে গেল। দ্রুত ভাবছে এরফান–গরুগুলো যেখানেই থাকুক, ওগুলো পাঁচমিশালী ব্র্যান্ড হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ত ওদের সাথে পিডি ব্র্যান্ডের গরুও থাকতে পারে। ঝোপের মধ্যে গরু খোঁজার সময়ে সে সবার চোখের আড়ালে এলাকাটা ঘুরে দেখার চমৎকার সুযোগ পাবে। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল ওর মাথায়। শহরে ঢোকার পথে একটা ক্যানভাসে ঢাকা ওয়্যাগন দেখেছিল, একটা কুকুরও ছিল ওটার সাথে। ওদের যদি এরফান তার সাথে কাজ করতে আগ্রহী করতে পারে তবে কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যাবে। কুকুরটা সহজেই ঝোপ থেকে গরু বের করতে পারবে।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে হাঁটতে শুরু করল সে। কাছেই কনেস্টোগা ওয়্যাগনটা। ষাঁড়গুলো ক্রীকের ধারে মাঠে চরছে। একটা সাদা-কালো শেপহার্ড ঘেউ-ঘেউ করে এগিয়ে এলো। ওর সাথে কথা বলল এরফান। 'হ্যালো, ডগি,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আমাকে দেখে উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, আমি তোমার বন্ধু।'

কুকুরটা এখনও অনিশ্চিত ভাবে ঘেউ-ঘেউ করছে। একটু পরে কৌতূহলী হয়ে সে এগিয়ে এসে এরফানের হাতে নাক ঘষল। কোমল চেহারার এক মহিলা রান্নার হাঁড়ির উপর ঝুঁকে রান্না করছে। এরফানের এগোনোর সাড়া পেয়ে মহিলা ফিরে তাকাল, 'গুড মর্নিং! তুমি কী আমার স্বামীর সাথে দেখা করতে চাও?'

একজন চওড়া কাঁধের লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'তোমার জন্যে আমি কী করতে পারি, স্ট্রেঞ্জার?'

'এমনি দেখা করতে এলাম,' বলল এরফান। লোকটাকে

ধূর্ত শালশারীর মত মনে হওয়ায় সে কী চায় বলল না। 'পুবের থেকে এসেছ?'

'মিসৌরি।' একটা জোয়াল ঠিক করছে ও। 'গত শীতে আমরা সান্তা ফেতে কাটিয়েছি। আমরা ওরিগনের উত্তরে যাচ্ছি।'

'আমি সান্তা ফে দেখেছি,' গোড়ালির উপর বসে বলল এরফান। 'যাত্রায় অনেক খরচ,' মন্তব্য করল।

মহিলার চেহারায় দুশ্চিন্তার একটু ছাপ পড়ল।

'তা ঠিক,' জবাব দিল লোকটা। 'তবু আমরা ঠিকই পৌঁছব। তবে কিছু একটা কাজ ধরতে পারলে ভাল হত,' আশায় এরফানের দিকে চেয়ে বলল সে।

'তোমার কুকুরটা কি স্টক সামলাতে পারে? গরু?'

'ওটা সব থেকে ভাল স্টক ডগ। বিশেষ করে গরুর জন্যে।'

'তুমি ওটা বিক্রি করবে?'

'না, ওটা আমাদের খুব প্রিয়। মানুষ চিনতে ভুল করে না। তুমি তো আমাকে কাজে নিতে পারো, একটা বাড়তি মানুষ আর কুকুর–দুটোর সুবিধাই পাবে।'

বিচার করে দেখছে এরফান। যদি কাজটা সে পায় এবং দামটা ঠিক থাকে, তা হলে সে একে কাজে নেবে। ঝোপ থেকে গরু বের করার কাজ একটা মানুষের চেয়ে একটা কুকুর তিন গুণ বেশি করতে পারে। টেক্সাসে কুকুর নিয়ে কাজ করেছে ও।

'এদেশে তুমি আগে কখনও এসেছ?' প্রশ্ন করল এরফান।

চোখ তুলে ওকে ভাল করে বিচার করে দেখে লোকটা বলল, 'না, এদিকে আগে কখনও আসিনি।'

এই প্রসঙ্গ নিয়ে এরফান আর চাপাচাপি করল না। লোকটাকে ওর বেশ ভাল লেগেছে। সাদাসিধে আর

ক্ষমতাবান। উঠে দাঁড়াল এরফান। 'আমার নাম ক্যামেরন,' বলল ও। 'মনে হয় আমরা একটা চুক্তিতে আসব। কাল তোমাকে আমি সব বলব, ঠিক আছে?'

লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'আমরা কঠিন পরিশ্রম করব আর স্থির গতিতে এগোব। আমার মদ খাওয়ার অভ্যাস নেই,' বলে সে তার বক্তব্য শেষ করল।

এরফান রাস্তা ধরে হেঁটে এগোচ্ছে। রেস্টুরেন্টের কাছে এসে সে দেখল ওখানে অনেক লোক ভিড় জমিয়েছে। থেমে দাঁড়াল ও। টের পাচ্ছে খিদে পেয়েছে, এখন লাঞ্চ টাইম। ক্রীকের ধারে সে অনেক সময় কাটিয়েছে। রেস্টুরেন্টে ঢুকতে যাবে এই সময়ে দেখল বিগ একটা মেয়ের সাথে এগিয়ে আসছে। মেয়েটার পরনে রাইডিং পোশাক, হ্যাটটা থুতনির নীচে বাঁধা, সোনালি-লালচে চুল। এরফানকে দেখে চট করে থেমে দাঁড়াল বিগ। 'মিস বেল, এর নাম ক্যামেরন, এই লোকই আমাকে গতকাল সাহায্য করেছিল।'

হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিল এরফান। 'হাউ ডু ইউ ডু, ম্যাম? পশ্চিমে লেডির সংখ্যা খুব কম। তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম।'

মিস বেল সরাসরি কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু? বিগ বলেছে তুমিই ওকে ফাইটে জড়াতে দাওনি। ধন্যবাদ! এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে ঝামেলায় না জড়ানোই ভাল।'

মাথা ঝাঁকাল এরফান। 'জীবনে আমি অনেক বিপদ কাটিয়েছি, ফাইটিঙে কেউ এগোতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মগজের জোরেই জিততে হয়।'

'তোমার কি মনে হয় পিটার ডুভাল আমাকে মিথ্যা বলেছে বা সে কল্পনা করেছে? তার কি সত্যিই কোন র‍্যাঞ্চ ছিল?'

'আমি নিশ্চিত,' বলল এরফান। 'কিন্তু এই মুহূর্তে এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না। চোখ-কান খোলা রেখে ধীরে এগোলেই ভাল হবে। ওইভাবেই বেশি জানার সুযোগ হবে। 'এখানকার বেশির ভাগ লোকই এখানে এসেছে তোমার মামার মৃত্যুর পরে। এখানে এমন কেউ নিশ্চয়ই আছে যে তোমার মামাকে চিনত।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল বেল। 'তুমি অনেক সাহায্য করলে।'

ওরা একটা চাক ওয়্যাগনে উঠে চলে গেল। ওদের যাওয়ার পর রেস্টুরেন্টে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল এরফান।

একটা লোক কোনায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে টেলরের দিকে চেয়ে আছে। একটু পিছিয়ে হ্যাট খুলে ধুলো ঝাড়ল এরফান। আড়চোখে সে ওই লোকটাকেই খেয়াল করছে।

পিঠ কুঁজো পাতলা গড়নের লোকটার কাছে রয়েছে একটা পুরোন আমলের ওয়াকার কোল্ট, যেটার খাপ নীচের দিকে কাটা। ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল সে।

এরফান কখনও টম ব্রাউনকে কাছে থেকে দেখেনি। লোকটা এগিয়ে গিয়ে এলক হর্ন সেলুনে ঢুকল। একটু আড়ষ্ট ভাব ওর। টম যে-কোনা থেকে নজর রেখেছিল, এরফান সেখানে পৌঁছে দেখল গলির ভিতর একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ওটার ব্র্যান্ড স্টার নি। চিন্তাযুক্ত মনে ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করে একটু থেমে এরফান রাইফেলটা অর্ধেক বের করে দেখল। ওটার সাইট ভীষণ সূক্ষ্ম।

রাস্তা ধরে এগিয়ে এরফান ছায়াতে বসল, যেখান থেকে এলক হর্নের দরজার উপর নজর রাখা যায়। হঠাৎ এলক হর্নের দরজা খুলে গেল। ব্যারি দরজা দিয়ে বেরিয়েই এরফানকে দেখতে পেয়ে রাস্তা পার হয়ে সেদিকেই এগোল। লোকটা যে

ড্রিঙ্ক করছিল এবং বর্তমানে ঝগড়াটে মুডে আছে সেটা এরফানকে বলে দিতে হল না। রাস্তায় নেমে সে উল্টো দিকে হাঁটা ধরল। ব্যারি চিৎকার করে বলল, 'এখনও তুমি ওই মিথ্যাবাদী লোকটাকে আড়াল দিচ্ছ?'

'টেলর? সে নিজেরটা নিজেই সামলাতে জানে।'

ব্যারি ভেঙচি কাটল। 'তুমি যদি ওকে সরিয়ে না নিতে তা হলে সে এতক্ষণে মারা পড়ত।'

'তা হলে আমাকে তোমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।' এরফানের স্বরটা নিচু। 'কেউ অযথা কাউকে মারতে চায় না। তুমি জেলে থাকতে পারতে এখন।'

'আমি? জেলে?' হাসল ব্যারি। 'বোঝা যাচ্ছে এখানে তুমি নতুন এসেছ। কর্নেল বেলো বা তার লোকজনকে কেউ ঘাঁটায় না। আমরা নিজের ইচ্ছে মত চলি। তুমি আর ওই লোক বন্ধু টি থেকে দূরে থেকো, নইলে তোমরাই বিপদে পড়বে।

'এখান থেকে বিদেয় হও।' নতুন লোকটার স্বরটা নিচু আর একেবারে ঠাণ্ডা। কিন্তু ওটার মধ্যে এমন কিছু আছে যে এরফানের মেরুদণ্ড আড়ষ্ট হলো। 'যাও,' বলে চলল ঠাণ্ডা স্বর। 'টিতে ফিরে যাও, ঝামেলা না পাকিয়ে শহরে আসতে না পারলে ওখানেই থেকো। এখন যাও।'

ভিনসেন্ট ব্যারি এক পা পিছিয়ে চোখের পাতা ফেলল। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, বস্! আমি যাচ্ছি!' দ্রুত ঘুরে নিজের ঘোড়ার দিকে চলল সে।

এরফান ঘুরে দেখল তার চেয়ে তিন ইঞ্চি লম্বা একটা লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ছিমছাম মোম লাগানো গোঁফ লোকটার। পরনে দামী সুট। ওর কাছে পিস্তল থাকলেও তা দেখা যাচ্ছে না।

'আমি কর্নেল বেলো,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'আমার লোক তোমাকে বিরক্ত করেছে বলে আমি দুঃখিত। লোকটা কাজের, কিন্তু মদ পেটে পড়লে একটু ঝগড়াটে হয়ে ওঠে। তোমার নামটা কি জানতে পারি?'

'ক্যামেরন,' বলল এরফান।

'তোমার কথাই তাহলে আমাকে বলছিল স্যাকসন।' ঠাণ্ডা চোখে ওকে যাচাই করে দেখল বেলো। 'যে ঝোপ থেকে আমার গরু বের করবে।' একটা চুরুট ধরিয়ে সে আবার বলল, 'তবে মনে রেখো একশো গরু বের করার আগে তুমি কোনও টাকা দাবি করতে পারবে না। আর তুমি যদি পাঁচশো গরু বের করার আগে কাজ ছেড়ে দাও, তাহলে একটা পয়সাও পাবে না।'

লোকটা চলে যাওয়ার পরে এরফান ব্যাপারটা বুঝে দেখল। বেশ কিছু গরু জড়ো হয়ে গেলেই বেলো নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে যেন কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় সে। তবে এটাই একমাত্র সুযোগ পিডি গরু থাকলে খুঁজে বের করার।

তা ছাড়া বক্স টি-তে কাজ করার বাড়তি সুবিধা তো আছেই। এতে তার রোজগারও মাসে চল্লিশ ডলারের বেশি হবে। ফলে কুকুরের মালিককে পুরো বেতন দিয়েও তার অনেক টাকা বাঁচবে। ওরা যে কত দ্রুত কাজ করছে সেটা বেলোকে জানানো যাবে না। ক্রীকের ধার থেকে উপরে উঠে আসার সময়ে পাইক রদারকে দেখতে পেল এরফান।

'ডিলটা হয়ে গেছে,' বলল এরফান। গরু প্রতি আমরা এক ডলার করে পাব। তুমি ইচ্ছা করলে মাসে চল্লিশ ডলার বেতনে কাজ করতে পারো অথবা লাভের শতকরা চল্লিশ ভাগ দাবি করতে পারো। যেটাতে তোমার সুবিধা হয় সেটাই নিয়ো, কেমন? আমি তোমার কথা বেলোকে কিছুই জানাইনি।' এর

পর ডিলটা ব্যাখ্যা করল সে। পাঁচশো গরু জড়ো না করতে পারলে কোনও টাকা দেবে না।

'লোকটা বোকা নয়,' কাঁধ উঁচাল পাইক রদার। 'চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ওই গরুগুলো হরিণের চেয়েও বুনো হয়ে উঠবে। যদি আমাদের কাজ ছেড়ে দিতে সে বাধ্য করতে পারে তা হলে আমাদের জড়ো করা গরু মুফতে পেয়ে যাবে। আমি বেগার খাটতে রাজি নই। ওকে ভাল মত একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

'কিন্তু আমাদের সাবধান থাকতে হবে,' বলল এরফান।

'আমরা সাবধান থাকব,' বলল পাইক রদার। 'বেলো একটা চঞ্চল লোক। প্রার্থনা করে সে বস্তু টি পায়নি, পেয়েছে লোক ঠকিয়ে। তুমি আর আমি পিস্তল চালাতে জানি, কিন্তু ওর বিল স্যাকসনের মত লোক আছে, যারা ওর হয়ে পিস্তল চালায়।'

'আমারও তা-ই ধারণা।'

'জেনে রাখা ভাল, কারণ বিল স্যাকসন ওস্তাদ লোক। সে হয়ত ওয়েস হার্ডিন বা এরফান জেসাপের সমকক্ষ।'

এরফান কোন মন্তব্য করল না। যদি পাইক তার পরিচয় আঁচ করে থাকে তাতে ক্ষতি নেই। সে এরফানকে দিয়ে কিছুই বলাতে পারবে না।

ওরা দুজনে মিলে ভেবেচিন্তে সাপ্লাই কিনল। তারপর ট্রেইল নিয়ে কিছুক্ষণ অলোচনা করে পাইক ফিরে গেল ওয়্যাগন সাজাতে।

এরফান এলক হর্নে বসে আছে। অলসভাবে এক প্যাকেট তাস ফেটার ফাঁকে আশপাশের লোকগুলোকে দেখছে। কাছেই বারে দুজন লোক নিচু স্বরে আলাপ করছে। দাড়িওয়ালা লোকটার বয়স প্রায় ষাট। পায়ে মাইনিং বুট। সে বলছিল, 'তখনকার

দিনে এটা ছিল বেন হার্ডি দলের আস্তানা। সে ইন্ডিয়ানদের সাথে ব্যবসা করত আর ওয়্যাগন ট্রেইন লুট করত। ভালই চলছিল ওর। কিন্তু মিসৌরিতে ফিরে গিয়ে জেলে গেল।

'ওর সাথে চার-পাঁচজন কঠিন লোক ছিল। ব্ল্যাক জন, দিয়েগো নামের একটা মেক্সিকান, আর দুজন চতুর লোক। একজনের নাম পার্ডি, অন্যজন ফ্যান হারলট। পরে ওরা চলে যায়। এর অনেক দিন পরে এখানে মাল টানার একটা কোম্পানি কাজ শুরু করে। ওরাই এটাকে কাচিনা নাম দেয়। আগে এর কোনও নাম ছিল না।'

বুড়োর কাছে পিটার ডুভালের কোনও খবর পাওয়া যেতে পারে মনে করে ওর সাথে আলাপ জুড়ল এরফান। 'আমি তোমাকে একটা ড্রিঙ্ক কিনে দিতে পারি?'

'ধন্যবাদ, আমি আপত্তি করব না।'

লোকটা গ্লাস হাতে এরফানের টেবিলে এলে এরফান বলল, 'আমি এখানকার ইতিহাস জানতে আগ্রহী।'

'তা হলে তুমি ঠিক লোকের কাছেই এসেছ।'

'এখানে যারা প্রথম বসতি স্থাপন করে তাদের সবাইকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো?'

'হ্যাঁ, ওদের আগে আমি এসেছি। বেলোরও আগে। বেলো! ওর সম্পর্কে আমার নিজস্ব মত আছে।'

'আমার ধারণা ছিল সে-ই এখানকার প্রথম র‍্যাঞ্চার।'

'না, র‍্যাঞ্চ করার আগে সে মাল টানার ব্যবসা করত। ওর আগে আরও তিনজন এখানে ছিল।'

একটু ইতস্তত করে এরফান প্রশ্ন করল, 'পিটার ডুভালের নাম তুমি শুনেছ?'

'ডুভাল? লোকটা টেক্সাসের? তা-ই না?'

'ঠিক! ওর র‍্যাঞ্চটা কোথায়?'

'ওটা...' দরজার দিকে চেয়ে বুড়োর কথা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা যেন ভূত দেখেছে! এরফান ফিরে দেখল ওখানে বেলো দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে কিন্তু চোখ দুটো রাগে জ্বলছে। সাথে আরও কিছু...সেটা কি ভয়?

'রিচার্ড!' বেলোর স্বরটা তীক্ষ্ণ। 'আমি তোমাকে খুঁজছি। এখানে একটা লোক গত সপ্তাহে বলেছে সে তোমাকে খুন করবে।'

বুড়ো খুব আশ্চর্য হলো, 'মেরে ফেলবে? কেন? আমি কখনও কারও কোনও ক্ষতি করিনি। একেবারেই না!'

'আমার সাথে এসো,' বলল বেলো। 'তোমাকে সব খুলে বলছি।' আড় চোখে এরফানের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, ক্যামেরন।'

ওরা দুজনে পিছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলো। এরফান ভুরু কুঁচকাল। বেলোর যেন একটু বেশি তাড়া? সে কি এরফানকে বুড়ো যা বলছিল তার কিছুটা শুনেছে? যা হোক, ডুভালকে বুড়ো চিনত। যদিও তার স্মৃতি খুব স্পষ্ট নয়। কয়েক মিনিট পরে হয়ত তার মনে পড়ত।

বাইরে বেরিয়ে এলো এরফান। ম্যানশন হাউসের সামনেই সিন্ডি বেল দাঁড়িয়ে আছে। ওকে আসতে দেখে একটু ইতস্তত করল মেয়েটা। 'তুমি বিগকে দেখেছ?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল সিন্ডি। 'ওর ঘোড়াটা আস্তাবলে নেই।'

'না, দেখিনি। সে হয়ত একটু ঘুরে ফিরে দেখছে কিছু জানা যায় কি না।'

'আমিও সেই ভয়ই করছি। বিগ ওই রকমই, একটা কিছুতে ঢুকে গেলে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত লেগে থাকবে। ওর ধারণা সে আমাকে ব্যর্থ করেছে। আমি ভয় পাচ্ছি মরিয়া

হয়ে ও কিছু করে না বসে।'

'না, আশা করি সে তেমন কিছু করবে না। লোকটার যথেষ্ট সুবুদ্ধি আছে। আশা করি বুঝেছে সে ঝামেলার বাইরে থাকলেই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে।'

'কিন্তু বিগ অন্যায় তো কিছু করেনি!' মেয়েটার ঠোঁট জোড়া চেপে বসল। চোখে আগুন জ্বলছে।

'আমি জানি তুমি কী বোঝাতে চাইছ,' স্বীকার করল এরফান। 'কিন্তু তুমি ওদের দিকটাও একটু ভেবে দেখো, কিছু স্ট্রেঞ্জারকে এসে সবথেকে ভাল জমিটা ক্লেইম করার উদ্দেশ্যে জরিপ করতে দেখলে তুমি কী করতে?'

'ওটাই কি সবচেয়ে ভাল জমি?'

'অবশ্যই। ওটা বক্স টি আর পিকেট ফর্কের মাঝে পড়ে। নদিটায় এখন যথেষ্ট পানি রয়েছে। ওটা ছাড়া বক্স টির দাম অর্ধেক হয়ে যাবে।' একটু ইতস্তত করে এরফান আবার বলল, 'আমি ওর হয়ে কাজ করব।'

মেয়েটার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আবার সরু হলো। 'কার জন্যে? কর্নেল বেলো?'

'ওর জন্যে পিকেট ফর্কের ঝোপ থেকে আমি কিছু গরু বের করে দেব। সেই ফাঁকে আমি ওর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেও পারব।'

চুপ করে রইল মেয়েটা, ভাবছে। ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? ওর সম্পর্কে কীই বা জানে সে। আর এ সাহায্যই বা করবে কেন? 'স্বভাবতই,' বলল সিন্ডি। 'যা প্রয়োজন তা-ই তুমি করবে। হয়ত ওখান থেকেই সাহায্য করতে পারবে।' নিরাশ শোনাল ওর গলা। ঠাণ্ডাও বটে।

'অযথা চিন্তা কোরো না, তোমাকে সাহায্য করতেই কাজটা নিয়েছি আমি। টাকারও দরকার আছে আমার। ওদিকে এলে

দেখা কোরো, আমাদের ক্যাম্প চিমনি বাটের উত্তরে।'

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তাবলের দিকে এগোল এরফান। ওকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে আস্তাবল-রক্ষী মুখ তুলে তাকাল। 'একটা ঘোড়া বটে!' বলল সে। 'খুব সুন্দর।'

'সবার সেরা,' স্বীকার করল এরফান। 'ওর মত দ্বিতীয় ঘোড়া আমি আর দেখিনি।'

'কর্নেলও একই কথা বলল, একটু আগেই সে এসেছিল।'

'একা?' দ্রুত প্রশ্ন করল এরফান।

'হ্যাঁ, বেশিরভাগ সময় সে একাই থাকে। কর্নেল ঠিকই আছে। একটু আলাদা ধরনের মানুষ, এই যা।'

রিচার্ডের কি হলো? আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এলো এরফান। এলক হর্নে উঁকি দিয়ে দেখল সেখানে নেই। ম্যানশন হাউসের ম্যানেজার জানাল, 'হয়ত সে ওয়েলস ফার্গো অফিসে গেছে। ওর কাছে কিছু সোনা ছিল।'

ওয়েলস ফার্গোতেও সে যায়নি। উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে হোটেলের পিছনের গলি ধরে এগোল এরফান। দৌড়ে একটা গলির মুখে এসে থামল। একটা জায়গায় জটলা দেখা যাচ্ছে। এগিয়ে দেখল রিচার্ড পড়ে আছে ওখানে। এক নজরেই বোঝা গেল মারা গেছে লোকটা।

কে যেন বলল, 'পড়ে গেছে ও। আমি নিজে দেখেছি।'

বুড়োর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল এরফান। ওর মাথায় একটা কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে। ক্ষতের চার পাশে রক্ত জমে আছে। সবাইকে দেখিয়ে চুল সরাল এরফান।

প্রথম বক্তা ছাড়া কেউ কিছু বলল না। দর্শকটি জোর দিয়ে বলল, 'আমি কিছু জানি না। ওকে পড়তে দেখেছি আমি।'

কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল এরফান। একটা লোক ওকে সাহায্য করতে পারত কিন্তু সে-ও মারা পড়ল।

তিন

সকাল হলো। আকাশে যেন রঙের খেলা বসেছে। ধূসর মেঘের ফালি তাকে চিরেছে। সূর্য সোনালি সোনা ছড়াচ্ছে। পাহাড়গুলো এখনও রক্তবর্ণ। পৃথিবীর বুকে ওগুলোর ছায়া পড়েছে। সাদা ঘোড়ার উপর এরফান শক্তিশালী পেশীর নড়াচড়া টের পাচ্ছে। ট্রেইল ধরার নেশায় ছুটে চলেছে ঘোড়া। চওড়া রেঞ্জ ওদের সামনে, রাস্তাটাও ভাল। এটাই সোজা চলে গেছে বল্ক টিতে।

এখানে রেঞ্জটা শুকনো আর রোদে পোড়া, ঘাসও খুব কম। গরুগুলো বৃথাই খাবার খুঁজছে। কিন্তু এখানে সবুজও আছে। প্রথম বিগের সাথে যখন দেখা হয় সে দেখেছে। পিকেট ফর্ক আর পিভি রেঞ্জে আছে ঘন সবুজ ঘাস। বেলোর ওই জমি বিশেষ প্রয়োজন। ওটার জন্যে চুরি বা খুন করা কিছুই না। কী করে ঘটানো হয়েছে না জেনেও এরফান নিশ্চিত, রিচার্ডকে খুন করা হয়েছে। যে-লোক জানালা থেকে পড়ে মরেছে তার মাথার ক্ষতের রক্ত জমাট বাঁধে কীভাবে? ওকে আগেই মারা হয়েছে। পরে সুযোগ বুঝে সাক্ষীর সামনে জানালা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

একটা অন্ধকার ঝোপ দেখে সাদা ঘোড়াটা পিছিয়ে এলো।

জেসাপ ওর গলা চাপড়ে আশ্বস্ত করল ওকে। মুখে

বলল,'চালাকি ছাড়ো, তুমি মোটেও ভয় পাওনি।'

মাথা উপরে নীচে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বক্স টি র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ঘোড়াটা। একটা লোককে দেখা যাচ্ছে বাঙ্ক হাউসের সামনে সিঁড়ির ওপর বসে আছে। সে একটা হাঁক দিতেই ভিতর থেকে ব্যারি বেরিয়ে এলো। এরফানকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখে সে বলল, 'আমি তোমাকে বক্স টি থেকে দূরে থাকতে বলেছিলাম না? গোলমাল পাকাতে এসেছ?'

'না, কাজে এসেছি। তোমার বসই আমাকে ডেকেছে। আমি বক্স টিতে কাজ নিয়েছি।'

এক নজরে চারপাশটা দেখে নিল এরফান। বেশি গরু চরানোয় ঘাস প্রায় উধাও হয়েছে। এখন সম্ভবত পিডি রেঞ্জেই গরু চরায় বেলো। এখনও মুক্ত রেঞ্জে বিশ্বাসী পুরোন আমলের লোকজন।

ব্যারির চোখ চকচক করে উঠল। 'ভাল, ভাল, তার মানে তুমি আমার আদেশ মত কাজ করবে।'

'আমি কারও অধীনে কাজ করছি না।' হেসে জবাব দিল এরফান। 'চুক্তিতে কাজ করছি আমি।'

'কী কাজ?'

'নাসপাতি ঝোপ থেকে গরু বের করার কাজ।'

ব্যারি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপরে হাসল। 'নেহাৎ বোকা তুমি,' বলল সে। 'আমি তোমার মাথার চামড়া খুলে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হবে না। ওই গরু ওখান থেকে কেউ বের করতে পারবে না। ঝোপের মধ্যে কখনও ল্যাসো দিয়ে গরু ধরেছ? তোমার সাথে কতজন লোক কাজ করবে?'

'আমি ছাড়া আর একজন।'

খিকখিক করে হাসল ব্যারি। 'তুমি যদি একশো গরু বের

করতে পারো তাহলে আমার শার্ট আমি চিবিয়ে খাব... তোমারটাও!'

এরফানও হাসল। 'আমাকে তার চেয়ে অনেক বেশি গরু বের করতে হবে। পাঁচশোর কমে কোনও টাকা পাব না আমি।'

খুশিতে জ্বলছে ব্যারির চোখ। 'তা-ই? এটা আমাকে দেখতে হবে!'

ব্যারির কথায় বোঝা গেল বক্স টির কেউ নাসপাতির কাঁটা আর মেসকিট ঝোপের মধ্যে ঢুকতে চায় না। যেমন এলাকা তাতে ওদের দোষ দেওয়া যায় না। ওটা কঠিন কাজ।

সূর্য অনেক উপরে উঠেছে, ভুরু মুছে এগিয়ে চলল এরফান। ন্যাড়া জমি থেকে মরুভূমির মতই আলো ঠিকরাচ্ছে। পাহাড়গুলো এখন অনেক কাছে এসে গেছে। চিমনি বাট এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ব্রাশি নলও একটু পরেই দেখা যাবে। পুবের দিকে চোখ ফেরাল সে। উঁচু মেসার দিকে চেয়ে সে ভাবছে, ওখানে কী এমন আছে যা বেলোকে পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দিয়েছে?

দৃশ্যপট বদলাতে শুরু করেছে, প্রথমে সামান্য, পরে ঘাসগুলো ধূসর থেকে সবুজ হলো। জমিটা ঢেউ খেলানো। এখানকার ঘাসও বেশ লম্বা। সিডি বেলের র‍্যাঞ্চ ফিরে পাওয়ার একাধিক উপায় থাকতে পারে। হয়ত বেলোকে যতটা নিরাপদ দেখায় আসলে সে ততটা নয়।

পিকেট ফর্কে পৌঁছতে দুপুর পেরিয়ে গেল।

একটা লম্বা রিজের উপর থেমে স্টিরাপে দাঁড়িয়ে ঝর্নার দুই ধার খুঁটিয়ে দেখল এরফান। একটু পরে একটা ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা ওর চোখে পড়ল। ওই দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে এগোল সে। পাইক রদার ওকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ওর স্ত্রী এরফানকে দেখে হাসল।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, ক্যামেরন!' বলল সে। 'আমি ভেবেছিলাম তুমি হয়ত শহরে কোনও ঝামেলায় পড়েছ।'

'এখনও ঝামেলা হয়নি,' বলল এরফান। 'তবে শিগ্‌গিরই ব্যারির সাথে হবে।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকাল পাইক। 'হ্যাঁ, ও একটা ঝগড়াটে চরিত্র। ওকে সব সময়ে কেউ যেন খোঁচায়।' এরফানের হাতে একটা প্লেট ধরিয়ে দিল সে। 'এখানে আরও একজন আছে যার থেকে সাবধান থাকা দরকার। ওকে সেদিন আমি শহরে দেখতে পেয়েছি। ওর নাম টম ব্রাউন। দেখতে চিকন আর কুঁজো! একটা রাইফেল থাকে ওর সাথে। লোকটা পিছন থেকে গুলি করে। 'উত্তরে কিছু র‍্যাঞ্চার ওকে মাথা পিছু টাকা দিয়ে ভাড়া করে নেস্টার আর চোর নিশ্চিহ্ন করতে।'

এরফান আর ওর কথা শুনছে না, সে এখন টেলরকে যে মারতে চেয়েছিল তার চিন্তায় ব্যস্ত। ক্ষণিকের জন্য দেখলেও লোকটার আচরণ তার মনে আছে। ওর ঘোড়ার পিঠে রাখা রাইফেলটাও দেখেছে এরফান। ওতে ছিল উন্নত মানের সাইট। ক্ষণিকের জন্য দেখলেও ওই লোকটা টম ব্রাউনই হবে। নইলে টেলরের প্রতি তার এত কৌতূহল কেন?

'মনে হয় আমিও ওকে দেখেছি,' বলল সে। 'যাক, সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ।'

কাঁটা দিয়ে গেঁথে বড় এক টুকরা মাংস আর কাঠের চামচ দিয়ে কিছু বীনস এরফানের প্লেটে তুলে দিল রিচার্ড। 'এই দেশটা কাঁচা লোকের জন্যে নয়। এখানে কেউ বেঁচে থাকতে চাইলে তাকে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হবে। এখানে কিছু লোক আছে যারা নিজের কথা গোপন রাখতে চায়। কেউ বেশি কৌতূহলী হলে তাকে গুলি করে দেয়।'

'তুমি এই এলাকাটা ঘুরে দেখেছ?' মাথা ঝাঁকিয়ে পিকেট

ফর্ক দেখাল এরফান।

'না, ভেবেছিলাম তুমি এলে একসাথেই ঘুরে দেখব। তাছাড়া, কাজও ছিল অনেক, সেরার জন্যে কাঠ কাটা, সব জোগাড় করা—এসব।'

মাংস আর বীন দুটোই খেতে চমৎকার হয়েছে। এরফান যেমন পছন্দ করে ঠিক তেমনি। যা ভেবেছিল তার চেয়ে বেশিই খেল সে। রিচার্ড আর সেরার কথা শুনতে শুনতে সে টের পেল, ওদের দুজনের মধ্যে গভীর আকর্ষণ আছে।

কৌতূহল নিয়ে এরফানের জামার হাতা শুঁকে খাবার ওপর মুখ রেখে কুকুরটা ওর পাশেই শুয়ে পড়ল।

'ও তোমাকে পছন্দই করে,' বলল রিচার্ড। 'সাধারণত কোনও স্ট্রেঞ্জারকে ওর পছন্দ নয়।'

'আজ দুপুরে আমরা সন্ধান চালাব। আমি একদিকে যাব, তুমি যাবে অন্যদিকে। এমন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে যেটা বেশ চওড়া। ওখানে আমরা একটা কোরাল তৈরি করব। জায়গাটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে হবে। বড় কোরালটা থাকবে পিছনে।'

'বুঝেছি, তুমি বেলোকে জানতে দিতে চাও না আমরা কত গরু জড়ো করেছি। তা-ই না?'

'ঠিক তা-ই। আমাদের চারশোর কিছু বেশি গরু হলেই ওরা তা তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে।'

'ভাল আইডিয়া।' রিচার্ড উঠে ঘাসে হাত মুছে তৈরি হলো। 'আমি চিমনি বাটের দিকে যাচ্ছি, আমার ধারণা ওদিকে ভাল জায়গা পাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে, আমি পুবে যাচ্ছি।'

এরফানও উঠে দাঁড়াল। সেরার দিকে আড়চোখে চেয়ে সে বলল, 'ধন্যবাদ, অনেক দিন এত ভাল খাবার খাইনি। রিচার্ডের

কপাল ভাল সে তোমার মত ভাল রাঁধুনীকে বউ হিসেবে পেয়েছে।'

খুশিতে আরক্ত হলো সেরা। 'যারা খাবার সামনে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে তাদের খাইয়ে সুখ নেই। রিচার্ড তোমার মত, সে প্লেটে কিছু কখনও অবশিষ্ট রাখে না।'

সাদা ঘোড়া সেজে সিয়ে এরফান আবার রওনা হলো। ক্রীকে নেমে দশ ফুট চওড়া ঝর্না পার হয়ে অন্য পাড়ে উঠল এরফান। ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অনেক দিন তুমি ঝোপের ভিতর কাজ করোনি। আজ তোমাকে আবার সেই আগের মত কাজ করতে হবে।'

গাছগুলো বেশ বড়। সামনে একটা দুর্ভেদ্য দেয়াল থাকায় এরফান ওটা ঘুরে সামনে এগোল। ফাঁকা জায়গা খুঁজছে ও। বিভিন্ন জাতের কাঁটাওয়ালা ঝোপ দেখতে পাচ্ছে। ওর সামনে রয়েছে হাজার হাজার একর কালো শ্যাপেরল, মেসকিট আর কাঁটাযুক্ত কলিমা। এখানে সব কিছুরই যেন একটা করে তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে। এর মধ্যে কিছু আবার বিষাক্ত। এখানে একবার ঢোকার পরে মনে রাখার মত কোনও চিহ্নই নেই।

দেয়ালের মত যক্কো ঝোপ, কেবল কাঁটা, নরকের মতই যেন। ডেভিলস হেড আর ইউকা; এগুলো সবই এখানে আছে, নেই কেবল জীবনের সাড়া। র‍্যাটল সাপ আর নানা রকম পাখি রয়েছে। পানি ছাড়া একটা জলাভূমি যেন। প্ল্যান ছাড়া একটা গোলকধাঁধা।

এরফানের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্যাম্পে ফিরে দেখল আগুন জ্বালানো হয়েছে, পাইক আগেই ফিরেছে, একটা গুঁড়ির ওপর বসে কফি খাচ্ছে সে। এরফানকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি ভিতরে ঢুকতে পেরেছিলে। কিছু দেখলে?'

দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর মাথা ঝাঁকাল পাইক। 'মনে হয় আমি যা দেখেছি তুমিও তা-ই দেখেছ। ওখানে প্রচুর গরু আছে এটা ঠিক, তবে ওদের ব্যবহারে মনে হয় কেউ ওদিকে যায়নি।'

'বক্স টি ছাড়া অন্য কোন ব্রান্ড দেখলে?'

'না, একটাও না, তবে ওখানে বেশির ভাগ গরুই ব্রান্ড ছাড়া। ওদের ব্রান্ড করাই হয়নি। তোমার কী খবর?'

'তোমার মত একই।'

একটু ইতস্তত করে পাইক কফি পটের দিকে হাত বাড়াল। কফি ঢালতে ঢালতে সে বলল, 'গরু রাখার জন্যে আমি একটা ভাল জায়গা পেয়েছি। ওটা কোরাল হিসেবেই তৈরি করা হয়েছিল, এখন পোস্টগুলোর সাথে আগাছা মিশে আরও শক্ত হয়েছে। ওটা বিশাল, আমরা প্রায় এক হাজার গরু ওখানে রাখতে পারব।'

'পানি?'

'আছে, হয়ত ওটা গরু চোরদের আস্তানা ছিল,' সতর্ক হয়ে বলল সে।

'হতেই পারে,' জবাব দিল এরফান। পাইককে লক্ষ করছে ও। 'আমরা খুঁজে বের করব ওখান থেকে বেরোবার আর কোনও পথ আছে কি না।'

পাইকের মুখ আড়ষ্ট হলো। সে কাপটা পাথরের উপর নামিয়ে রেখে বলল, 'তুমি গরু চুরি করার কথা ভাবছ না তো?'

'না। কেন?'

'না, কিছু না। আমি ভাবিনি তুমি এমন করতে পারো। আমি অবৈধ কোন কিছুতে অংশ নেব না।'

'আমার অনুভূতিও তা-ই।' এরফান ওকে নিশ্চিন্ত করল। 'কিন্তু একটা পথ থাকলে আমাদেরই সুবিধা হতে পারে।'

'ওখানে একটা পুরোন ট্রেইল আছে।' চিন্তাযুক্ত ভাবে বলল সে, 'এখান থেকে কিছুটা পুবে তুমিও নিশ্চয় দেখেছ সেটা। ট্রেইলটা রাস্তা ছেড়ে বক্স টির দিকে গেছে, ওটা কাচিনা থেকে দশ মাইল হবে। পিকেট ফর্কের কাছাকাছি গেছে। ওদিক দিয়ে হয়ত কোনও রাস্তা থাকতে পারে।'

'অবশ্যই পারে,' স্বীকার করল এরফান। পাইক সম্পর্কে ক্রমেই কৌতূহলী হয়ে উঠছে সে। এরফান ভাল করেই জানে পাইককে একা ছেড়ে দিলে সে ঠিকই তাদের যেমন দরকার তেমন একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করতে পারবে। ও যদি কখনও এই এলাকায় আগে না এসে থাকে তা হলে ভুল আন্দাজ করেছে এরফান। কিছু একটা লুকাচ্ছে পাইক, কিন্তু সময় হলে নিজেই মুখ খুলবে।

কোথাও একটা কয়োটি তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল। একটা বাদুড় কাছেই ঝাঁপ দিয়ে শিকার ধরে নিয়ে ডানা মেলে উড়ে মিলিয়ে গেল। আকাশে উজ্জ্বল তারা ফুটতে শুরু করেছে। তারাগুলোকে এত কাছে দেখা যাচ্ছে যে মনে হয় একটা ছোট লাঠি দিয়েই ওদের পাড়া যাবে।

নীরবে খেয়ে চলেছে এরফান। আবারও কুকুরটা এসে ওর পাশে শুলো। পাইক তার পাইপ ধরিয়ে ঘুমে ঢুলছে। তারপর হঠাৎ ওই আওয়াজটা এল। চড়া এবং পরিষ্কার, অনেক দূর থেকে এলেও মনে হলো কাছে থেকেই এসেছে।

আড়ষ্ট হলো এরফান, ওর হাত থেকে কাপটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। পাইকের মুখটা সাদা হয়ে গেল। ওর স্ত্রী চেয়ে আছে ওর দিকে। মহিলার মুখ ফেকাসে দেখাচ্ছে।

অদ্ভুত গানের সুরটা রাতের সাথে মিশে এক হয়ে থেমে গেল। একটা লম্বা কাঁপা আওয়াজ। একটু বিরতির পরে শোনা গেল তার সমবেত স্বরের উত্তর। দূর থেকে আসা শব্দ বাতাসে

বিকৃত হলেও ওরা গানের গম্ভীর ভয়াল ছন্দ আর সুর শুনতে পাচ্ছে। 'ওটা কী?' কাউকে প্রশ্ন না করেও প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল এরফান।

কেউ জবাব দিল না। কারণ এর কোন জবাব নেই। শব্দটা আবার শোনা গেল। তারপরে আবার। অপার্থিব শব্দটা তাদের নীচের রেঞ্জ থেকে এসে থাকতে পারে অথবা শ্যাপেরল থেকেও আসতে পারে, কিন্তু ওরা সবাই জানে আরও দূরে কোথাও থেকে ওটা এসেছে।

কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না, তারপরে এরফান তাকাল পাইকের দিকে। ওর ঠোঁট কিছু বলার জন্য ফাঁক হয়েও কিছু বলল না।

'ওটা একটা শব্দ ছিল বটে।' মন্তব্য করল এরফান। 'শব্দটা আগে কখনও শুনেছ, পাইক?'

ওর ঠোঁট পরস্পরের উপর চেপে বসেছে, চোখ দুটো শীতল। সে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে পাল্টা প্রশ্নে জবাব দিল, 'আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ? তোমার কেন মনে হলো আমি আগেও ওটা শুনেছি?'

'একটা অনুমান।'

পাইক তাকিয়ে এরফানকে দেখছে, ওদিকে সেরার চোখ একের থেকে অন্যের ওপর ঘুরছে। সাদা ঘোড়াটা পা ঠুকল। 'তুমি আসলে কী খুঁজছ?' গলার স্বরে কিছু বোঝা গেল না।

'আমি জানতে চাই পিটার ডুভালকে কে খুন করেছে।'

'ওই সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। এখানে আমার প্রশ্নের জবাব খুঁজছি আমি। আমরা দুজনে হয়ত একই ধরনের জিনিস খুঁজছি, ক্যামেরন; যদিও আমাদের কারণ ভিন্ন।'

এরফান চোখ সরু করে খুঁটিয়ে দেখল পাইককে। ওর ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে ক্ষীণ হাসি। 'আর আমি

ভেবেছিলাম তুমি ওরিগনে যাওয়ার পথে কিছু কাজ করছ।'

'আমি তা-ই করছি, তবে আমি জানতে চাই পিছনে যা ফেলে এসেছি তা পিছনেই আছে। নতুন জীবন শুরু করতে ওটা বিশেষ প্রয়োজন।'

এরফান জানে ও যেটুকু বলেছে তার বেশি আর কিছু বলবে না। 'ঠিক আছে, তাহলে বলো ওই দুঃস্বপ্নের জায়গায় কোনও ঝর্না আছে?'

'সকালে বলব,' নিচু স্বরে বলল সে।

'আর একটা জিনিস, শিপাপুটা কোথায়?'

ইতস্তত করছে পাইক। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, 'এখান থেকে পুবে। ওটা এখন একটা গোস্ট টাউন। শহরটা যত জলদি গড়ে উঠেছিল তেমনি চট করেই বিলীন হয়ে গেল। ওখানে শহরের রাস্তায় গোলাগুলি চলেছিল। ভিজিলান্টি আইডিয়াটা মোটেও খাটেনি ওখানে। খারাপ লোকদের ফাঁসিতে ঝোলানোর পর ওরা নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করে মরেছে।'

'তুমি বলেছিলে এখান থেকে পুবে, কিন্তু ঠিক কোথায়?'

'যে-ট্রেইলটার কথা আমি বলেছিলাম, যেটা বক্স টি থেকে উত্তরে গেছে, সেটাই তোমাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু এখন আর নেবে না, কারণ ক্যানিয়নের সেতুটা ভেঙে গেছে। ভালই হয়েছে। ওখানে গিয়ে কারও কোন লাভ হবে না। বহু বছর কেউ ওদিকে যায়নি।'

'ধন্যবাদ, তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করেছ, পাইক। আমার এখানে একটা কাজ আছে। কর্নেল বেলোর আগে পিটার ডুভাল ওই জমির মালিক ছিল। লোকটা আমার বন্ধু।'

পাইক সতর্ক চোখে চেয়ে এরফানকে যাচাই করে দেখল। 'আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করে দেখব। আমার ধারণা বেলো যা

নয় তা-ই সে লোকজনের কাছে জাহির করতে চায়। সে প্রায় যে-কোন কিছুই করতে পারে। অবশ্য...' এরফানের দিকে চেয়ে হাসল সে। 'তোমার বেলাতেও আমি একই কথা ভাবি।' ঘুরে পাইক ওয়্যাগনে তার স্ত্রীর কাছে শুতে গেল।

এরফান আগুনে আরেকটা কাঠ চাপাল। একটু বেশি করেই চাপাল, যেন সকালের জন্যে কয়লা থাকে। রাতটা একেবারে স্তব্ধ। এরফানের কেবলই মনে হচ্ছে কেউ যেন আড়াল থেকে ওর উপর নজর রাখছে। ব্যাপারটা ও পছন্দ করছে না। মোটেও না। ওর চারপাশে কিছু ঘটনা ঘটছে যার কিছুই সে জানে না। পাইক রদার এখানে আগেও এসেছে, হয়ত আউটল হিসাবে। হয়ত সে অনেক কিছুই জানে, হয়ত বা সামান্যই জানে। হেঁটে ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে দূরে সরে গেল ও। আগুনটা এখন একটা তারার মতই দেখাচ্ছে। চারপাশে রাতটা একেবারে থমথম করছে। হঠাৎ একটা নড়াচড়া ওর চোখে পড়ল। শ্যাপেরলটা দূরে দেখা যাচ্ছে লম্বা একটা আঙুলের মত। তারার দিকে দেখাচ্ছে ওটা। ওটার পুবে আছে ব্রাশি নল। ওটা পুবের আকাশকে ঢেকে রেখেছে তবু ওখানেই সে কিছু নড়তে দেখেছে। ধীর গতিতে আলো নড়ছে পাহাড়ের ঢালে।

চোখ ছোট করে রাতের দিকে চেয়ে আছে এরফান। শ্যাপেরলের ভিতর দিয়ে কোনও ট্রেইল থাকলে এখনই ও ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে যেত। কিন্তু তা নেই, তাই সে নীরবে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল। আলোর ট্রেইল ক্রমেই উপরে উঠছে। অনেকক্ষণ পরে আলোগুলো সব নলের উপরে জড়ো হলো। ওখানে কাঁপা কাঁপা আলোয় ওরা নাচল। আরও অনেক পরে আলোগুলো শেষ হয়ে নিভে গেল। ধাতস্থ হয়ে এরফান আগুনের কাছে ফিরে এল। ঘড়িতে দেখল দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে!

বিছানায় ঢুকে শুয়ে পড়ল এরফান। বহুদূরে ব্রাশি নলে আবার সেই আলো দেখা দিল। ধীরে ধীরে আলোগুলো নীচে নেমে শেষে নাসপাতির জঙ্গলের পিছনে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে ওয়্যাগনে একটু নড়াচড়া হলো। নিচু স্বরে একটা প্রশ্ন এল। এরফানের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে কথাগুলো অস্পষ্ট ছিল, পরে সব পরিষ্কার হয়ে এল।

সেরা বলছিল, 'তুমি দুশ্চিন্তায় নেই, পাইক?'

'অবশ্যই আমি দুশ্চিন্তায় আছি, কিন্তু আমার করার কী আছে? আর কী করতে পারি আমি?'

'ধরো সে যদি জানতে পারে? তখন কী হবে?'

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আবার পাইকের গলা শোনা গেল, 'আমি জানি না। কে জানে? মুশকিল হচ্ছে আমি ছাড়া আর কেউ ওকে সন্দেহ করে না।' আবার কিছু বিরতির পর শোনা গেল, 'কে জানতে পারে? আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।'

'তুমি ওদের বলবে না তো?'

'আমি বলব? আমি ওদের কিছুই বলব না। অবশ্য শেষে ও জেনেই যাবে। ও সেই রকম মানুষ।'

শুয়ে শুয়ে ভাবছে এরফান, ওরা কার সম্পর্কে কথা বলছিল? বেলো না তার সম্পর্কেই? ভাবতে ভাবতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

চার

সাদা-কালো ছোপওয়ালা ষাঁড়টা এরফানকে দেখে একটু পিছিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। এরফান দড়ি খুলে নিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করে ঘোড়া নিয়ে ওর দিকে এগোল। ষাঁড়টা কয়েক পা পিছিয়ে মাথা নিচু করে খোলা জায়গার দিকে ছুট দিল। কাছে থেকে সহজেই ফাঁসটা ওর গলায় পরিয়ে দিল জেসাপ। ষাঁড়টা দড়ির টানে আধপাক ঘুরে থেমে দাঁড়াল। মুহূর্তে ওটা চার্জ করে ছুটে এল। ঘোড়াটা দ্রুত পায়ে সরে দাঁড়াল। সাদাটা ওর কাজ বোঝে, দড়িকে টানটান রাখল সে। পিছন দিক থেকে পাইক এসে দড়ির কয়েল দিয়ে ঘাড়ের পিছন দিকে বাড়ি কষাল। সামনে থেকে টান আর পিছন থেকে বাড়ি খেয়ে লাফিয়ে এগোল ষাঁড়টা।

বড় কোরালটার সামনে এসে একটু ইতস্তত করল, কিন্তু ভিতরে আরও গরু আছে দেখে ওগুলোর দিকে ছুটল। এরফান দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে ষাঁড়ের শিঙ থেকে ফাঁসটা খুলে নিল। মুক্তি পেয়ে ষাঁড়টা ছুটে গিয়ে অন্যগুলোর সাথে যোগ দিল। কপালের ঘাম মুছে এরফান পাইকের দিকে চেয়ে বলল, 'এটাই প্রথম। যাক, আমরা অন্তত শুরু তো করেছি?'

একটা সিগারেট তৈরির ফাঁকে পাইক বলল, 'হ্যাঁ, আমরা একটা ভাল সুবিধাও পেয়েছি, ছয়টা গরু এখানে আগে থেকেই ছিল।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ওরা ঝোপের দিকে এগোল। নীরবে এগোচ্ছিল ওরা, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাইক বলে উঠল, 'বেলো মনে করছে আমাদের কোন টাকা না দিয়েই সে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যে শিগ্‌গিরই দুহাজার ডলার পাওনা হব এটা সে ভাবতেই পারবে না। তা-ও আমরা এখনও কুকুর ব্যবহারই করিনি।'

'কুকুর ব্যবহার করার কথা হয়ত বেলোর মাথাতেই আসেনি। সে যদি কুকুর ব্যবহার করার কথা ভাবত তাহলে আমাদের এখানে ঢুকতেই দিত না; সে নিজেই দুটো কুকুর কিনে নিয়ে কাজে নেমে যেত।'

'গরুগুলো যখন তাড়া খেয়ে আরও গভীরে ঢুকবে তখন কুকুর ব্যবহার করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকবে না। ঘন ঝোপের মধ্যে কোন মানুষ ঘোড়া নিয়ে ঢুকতে পারবে না।'

একটা ফাঁকা জায়গার ধারে এসে থামল ওরা । ওখানে চারটা গরু চরতে দেখা যাচ্ছে। একটারও ব্রান্ড নেই।

এরফান মাথা ঝাঁকিয়ে ওদিকে ইশারা করল। 'তোমার কাছে এটা আশ্চর্য লাগে না এখানে কোন গরু ব্রান্ড করা হয়নি কেন? মনে হয় এদের মালিকানা সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হতে পারেনি বলেই কেউ গোলমাল এড়াতে এগুলো ব্রান্ড করেনি।'

'সেই রকমই দেখাচ্ছে বটে।' ছোট্ট সিগারেটে একটা লম্বা টান শেষে ওটা ফেলে দিয়ে বলল পাইক। 'তুমি কি আমার ট্র্যাক ফলো করেই এসেছ?'

'হ্যাঁ, তোমার ট্র্যাকই ফলো করেছি।' এরফান জানতে চায় সে কী ভাবছে। কোন্ খাতে বইছে ওর চিন্তা। 'এই এলাকাটা ভীষণ শুকনো। বক্স টিতে বেশি গরু চরছে না। খেয়াল করেছ?'

'নিশ্চয়! আমি ভাবছি বেলো যতটা দেখাতে চায় সে ততটা

সচ্ছল কি?'

'আমার ধারণা তার ক্যাশ শর্ট। তাই এই গরুগুলো তার খুব দরকার।'

'সেইজন্যেই তুমি এখন কোনও গরু ব্র্যান্ড করছ না?'

'হ্যাঁ, তা-ই।' নিচু স্বরে বলল এরফান। 'শোনো, পাইক। আমরা দুজনেই জানি পাঁচশো গরু জড়ো করার আগেই বেলো আমাদের এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করবে। সেটা করতে পারলে ওর কোনও টাকাই দেয়া লাগবে না।

'ঠিক আছে, আমরা সেটা জানি। তা ছাড়া এই গরুগুলো মিস বেলেরও হতে পারে। তা হলে সে পাল্টা ক্লেইমের ঝামেলায় পড়বে।'

'আমাদের এখানে অতিথি এসেছিল,' রান্না করতে করতে বলল সেরা। 'ওরা আবার আসবে বলে গেছে, রাতটাও হয়ত এখানেই কাটাবে।'

ওরা দুজনেই মুখ তুলে চাইল। ব্যাখ্যা আশা করছে। 'আমরা কাচিনায় যে সুন্দরী মেয়েটাকে দেখেছিলাম, তার সাথে টেলরও এসেছিল। টেলর ওর কর্মচারী।'

আশ্বস্ত হলো এরফান। এটা ভালই হয়েছে। সে আশা করছিল হয়ত বেলো বা বিল কোনও লোক পাঠিয়েছিল। ওরা যদি নাক না গলায় সেটাই মঙ্গল। এখন পর্যন্ত কোরাল তৈরি আর মেরামত করেই ওদের সময় গেছে। তবু ওরা যতটা আশা করেছিল তারচেয়ে বেশি এগিয়েছে ওরা।

খাওয়া মাত্র শুরু করেছে এই সময়ে অতিথিরা এসে হাজির হলো, সিন্ডি সোজা আগুনের কাছে এসে দাঁড়াল। আড়চোখে এরফানের দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম। সেদিন রাতে যদি আমার ব্যবহার একটু বেয়াড়া লেগে থাকে সেজন্যে ক্ষমা করে দিয়ো।'

'না, আমি কিছুই মনে করিনি। তোমার মনের অবস্থা কী ছিল তা আমি জানি।'

'তুমি বেলোর হয়ে কাজ করছ শুনে আমি খেপেছিলাম।'

'ওসব কথা ভুলে যাও,' নিজের পাশে ওর বসার জায়গা করে দিল এরফান। 'শহরে কী ঘটছে?'

'রিচার্ডের মৃত্যুটাকে দুর্ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছে সবাই। তবে তোমাকে নিয়ে অনেক আলোচনা হয়।'

'আমার সম্পর্কে? কী বিষয়ে?'

'রিচার্ডের সাথে তোমার কি সম্পর্ক ছিল? অনেকেই তোমাকে ওর সাথে একই টেবিলে বসে ড্রিংক করতে দেখেছে।'

'রিচার্ড,' হঠাৎ বলল এরফান, 'ডুভালকে চিনত। এর বেশি কিছু জানার সুযোগ আমার হয়নি। তার আগেই বেলো এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেছিল।'

'তোমার ধারণা বেলোই ওকে খুন করেছে?'

'কাজটা বেলো করে থাকতে পারে, আবার নাও করতে পারে।'

'তা হলে বেলো তোমার সাথে রিচার্ডকে কথা বলতে দেখেছে? এটা মোটেও ভাল ইঙ্গিত নয়,' মন্তব্য করল পাইক।

'না, আমিও তা বলব না,' শান্ত স্বরে বলল এরফান। 'ওর যদি ডুভালের অতীত গোপন করার কোন কারণ থাকে তা হলে মোটেও না।'

বক্স টির বড় র‍্যাঞ্চহাউসে বিল স্যাকসন তার বসের টেবিলের উল্টো পাশে বসে আছে। ওর চোখ দুটো ঠাণ্ডা আর কৌতূহলী। গত তিন বছর হলো সে বক্স টির ফোরম্যান। এবং এর আগে সে বেলোর মালটানা গাড়ির চালক ছিল। বেলোর মাথা ঠাণ্ডা

এবং সে সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞান শূন্য মানুষ। সে যদি মনে করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাউকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করাই ভাল তা হলে তা-ই সে করবে। বিল বেলোকে ভাল করে চেনে বলে সে কখনও পিছন ফেরে না।

'কর্মচারীরা অস্থির হয়ে উঠেছে, কর্নেল। ওরা ওদের পাওনা টাকা চায়। তুমি ওদের চার মাসের বেতন বাকি রেখেছ।'

'ওরা সেটা ঠিকই পাবে। তুমি ওদের জানিয়ো ক্যামেরন আর তার সঙ্গি কাঁটা ঝোপ থেকে পুরো না হলেও কিছু গরু তো বের করবে? আমি ওগুলোর জন্যে খদ্দের ঠিক করে রেখেছি। বর্তমানে প্রতি গরুর জন্যে বিশ ডলার করে পাওয়া যাবে। ওই টাকায় ওদের বেতন শোধ করেও আমার হাতে অনেক টাকা থাকবে।'

'ওরা সেটা বিশ্বাস করে না,' আপত্তি জানাল বিল। 'তুমি তো জানো আমরা যখন গরু বের করার চেষ্টা করেছিলাম, তখন কী ঘটেছিল? আমরা পারিনি।'

'তোমাদের অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই পারোনি। কিন্তু ক্যামেরন আগেও এই কাজ করেছে।'

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল বিল। সে জানে বেলোর কাছে এমন একটা প্রস্তাব দেওয়ায় কতটা ঝুঁকি। তবু কথাটা পাড়ল সে। 'হয়ত কাজটা ক্যামেরন পারবে; কিন্তু ওদের একটা অন্য আইডিয়া আছে।'

'কেমন আইডিয়া?'

ইতস্তত করছে বিল। সে জানে বেলোর কাছে কোন প্রস্তাব দেয়া কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। বেলোর নিজেরও কিছু আইডিয়া আছে। সে সাধারণত সব কিছুই চিন্তা করে রাখে।

'ট্যাগার্ড মাইনের পে রোল।' সতর্কতার সাথে বলল বিল।

আর সবার মত সেও জানে কবে সেটা যাওয়ার কথা।

তিরিশ হাজার! ছয় ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকের পাঁচ হাজার।

কর্নেল বেলোর চিন্তাধারা সাধারণত অন্য সবার চেয়ে অনেক আগে। কথাটা শুনে প্রথমে আড়ষ্ট হয়ে পরে একটু লাল হলো সে। প্রথমে একটা শক্ত জবাব ঠোঁটের আগায় এলেও সেটা চেপে গেল সে। 'কাজটা করা যায়,' সাবধানে জবাব দিল সে। 'তবে একমাত্র সতর্ক ভাবে পরিচালনা করলেই সফল হওয়া সম্ভব।'

ধীরে বিলের আড়ষ্ট দেহ ঢিলে হলো। কিন্তু ওর মনে একটা অনেকদিনের সন্দেহ আরও শক্ত হয়ে দানা বাঁধল। 'হ্যাঁ,' বলল সে, 'ছেলেরা নিশ্চয় ধারণা করছে পে রোলটা অন্তত বিশ হাজার ডলারের হবে।'

একটু ইতস্তত করল বেলো, তারপরেই বুঝল ওকে বিজ্ঞের ভান করতে হবে। অবশ্য সে এমনিতেই অন্যের চেয়ে অনেক বেশি জানে এবং বোঝে।

'তিরিশ হাজার,' নিচু স্বরে বলল সে, 'আমি জানি!' সে এটা বলল না যে তার পুরোন অভ্যাস এখনও যায়নি, এবং এসব আঁচ করা তার সহজাত প্রবৃত্তি। সে যতটা জানে তার সবটা বলল না। ওটা পরে বলা যাবে। 'সতর্কভাবে প্ল্যান না করলে পরিস্থিতি নিজের পক্ষে আনা যাবে না। সব ভেস্তে যাবে। ওরা কাজটা করবে ভেবেছে বটে, কিন্তু প্ল্যান করেছে?'

'যেমন?' বিল ওকে খুঁটিয়ে দেখছে। বেলো কী ইচ্ছে করেই বিলের মুখ দিয়ে নিজের প্ল্যানটা বলিয়েছে, নাকি সে-ও একই লাইনে চিন্তা করে?

'ডেড হর্স পাস,' একটু হেসে জবাব দিল কর্নেল। 'যতবার ওই স্টেজ ওই পথে পার হয়, টম ব্রাউন একটা রাইফেল নিয়ে

কী শীত কী গ্রীষ্ম ওখানে ক্যানিয়নের মাথায় পাহারায় থাকে। এতে কোন মাফ নেই।'

বিল স্যাকসন টের পাচ্ছে ওর মুখটা শুকিয়ে এসেছে। ওদেরও ঠিক ওই প্ল্যানটাই ছিল, কিন্তু কে জানত ওখানে টম ব্রাউনের মত লোক পাহারায় থাকবে? ওই লোক পশ্চিমের সব থেকে মারাত্মক মানুষ শিকারি! নিজেরা চেষ্টা করতে গেলে ওরা সবাই একে একে মারা পড়ত।

'এটা কেমন করে?' বলে উঠল বিল। 'ঠিক বুঝলাম না।'

'টম ব্রাউন হচ্ছে পিটারসনের শ্বশুর,' জবাব দিল বেলো। 'অনেক চেষ্টা করেও নিজের সাথে থাকতে রাজি করাতে না পেরে শেষে টমকে ওই চাকরিই দিয়েছে মাইনের মালিক পিটারসন।'

ধীরে রিল্যাক্স করল বিল। আংশিক এটা ওরই আইডিয়া ছিল। ওরা যদি জানত টম ওখানে পাহারায় থাকবে তা হলে কখনও এই প্রস্তাবে রাজি হত না। ওখানে একটাই আড়াল আছে, তাও রাইফেল হাতে বসে থাকা কোন ব্যক্তির থেকে নয়। ওখান থেকে যে-কেউ একে একে সবাইকে শেষ করতে পারবে। কিন্তু কার মাথায় এটা আসবে যে ওখানে টম ব্রাউনের মত কেউ থাকতে পারে?

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে বসের দিকে চাইল বিল। 'ঠিক আছে, ওখানে না হলে কোথায়?'

'আছে, সে রকম নিরাপদ জায়গাও আছে,' বলল বেলো। 'জঙ্গল পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায়। ঠিক পিকেট ফর্কে ঢোকার আগে। পিকেট ফর্কে ঢোকার আগে ট্রেইলটা যেখানে ঝর্না পার হয়েছে, সেখানে একটা গভীর ঢাল রয়েছে। ওখানে কিছু লোক ঘোড়া নিয়ে অনায়াসে গা ঢাকা দিতে পারে। কেবল একজন বাইরে থাকবে।'

'যে বাইরে থাকবে সে কী করবে?'

'সে হাতে একটা খাম নিয়ে সোজা স্টেজ কোচের দিকে এগিয়ে যাবে। বেশ কাছাকাছি আসার পর সে হাতের খামটা নেড়ে কোচ থামাবে। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়, এমন প্রায়ই ঘটে থাকে।

'চিঠি পোস্ট করার জন্যে বা ফিরতি স্টেজে কিছু সাপ্লাই আনাবার জন্যে এটাই প্রচলিত প্রথা। এতে ভুল হওয়ার কোনও উপায় নেই। ইতোমধ্যে সঙ্গীরা স্টেজ ঘিরে ফেলবে। এতে একটা গুলিও খরচ না করে কাজ উদ্ধার হবে।'

প্ল্যানটা সমর্থন করার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বিল। কর্নেল বেলো যে প্ল্যান করায় ওস্তাদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাসে ঢোকার সময়ে ওই ড্রাইভার হয়ত একটু সন্দিগ্ধ হতে পারে, এবং জঙ্গলের ভিতরেও সে একটু সংকোচ করতে পারে; কিন্তু ফাঁকা জায়গায় মোটেও কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। লোকে অহরহই চিঠি বা কোন অর্ডার ফিরতি স্টেজে আনাবার জন্য স্টেজ থামাচ্ছে। কাজটা পানির মত সহজ।

'শুনতে ভালই শোনাচ্ছে।' বিল তামাক বের করে সিগারেট তৈরি শুরু করল। পুরো ব্যাপারটা মাথার ভিতর উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে সে আবার প্রশ্ন করল, 'টাকাটা কীভাবে বাঁটা হবে?'

'বাঁটা? এক তৃতীয়াংশ আমার আর বাকি টাকা সমান অংশে ভাগ হবে।'

'এক তৃতীয়াংশ?' অবাক হলো বিল। 'কিন্তু তুমি তো কাজে কোনও অংশই নিলে না!'

'তা হলে ভুলে যাও অথবা নিজেরা কাজটা করো। আমি জানি তাতে তোমরাই মরবে অথবা জেলে যাবে। আমি তিন ভাগের একভাগ চাই, নইলে আমি এর মধ্যে নেই।'

'আমি ওদের সাথে কথা বলে দেখি,, ওরা তোমাকে চায়,

তবে এই কঠিন শর্তে ওরা রাজি নাও হতে পারে। ওরা সমান ভাগ চায়।'

'বিশ হাজার ডলারের ভিত্তিতে? তা হলে আমি রাজি। যদি বাকি টাকা দশ হাজার ডলারের কম হয় তবু সেটাই আমি গ্রহণ করব। বেশি হলে সেটা আমার।'

যুক্তিসঙ্গত কথা; অনিচ্ছার সথে ভাবল বিল। বেলোর এত সব জানা থাকায় সে ইতোমধ্যেই টম ব্রাউনের গুলি খেয়ে মরার হাত থেকে বেঁচে গেছে। বেলো প্রায়ই মাইনের সুপারিনটেন্ডেন্টের সাথে ডিনারও খায়। সব বিচার করে সে বলল, 'আমি ওদের কাছে কথাটা পেড়ে দেখি ওরা কী বলে। তবে আমার মনে হয় ওরা রাজি হবে।'

দরজার কাছে থেমে সে আবার বলল, 'ক্যামেরন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? লোকটার ঝাঁজ আছে। ও কি আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে?'

'জানি না, হতেও পারে।'

'বুড়ো রিচার্ডকে কে মেরেছে? ক্যামেরন?'

'মনে হয় না, এমন ধারণা তোমার কেমন করে হলো?

'লোকজন ওদের একই টেবিলে বসে গল্প করতে দেখেছে।'

'সম্ভাবনা কম। আমার ধারণা আর কেউ মেরেছে।'

পরবর্তী কয়েকদিন এরফান আর পাইক কঠিন পরিশ্রম করল। ওরা কাঁটার খোঁচা, রোদ, ধুলো, গরম তুচ্ছ করে ঝোপ থেকে গরু বের করল। সব মিলিয়ে বাষট্টিটি গরু হলো। কুকুরকে কাজে লাগালে ওদের কাজ আরও দ্রুত এগোবে। যেখানে ঘোড়া নিয়ে ঝোপে ঢোকা প্রায় অসম্ভব সেখানে বাধ্য হয়ে ওরা কুকুর কাজে লাগাবে। ষষ্ঠ দিনে মাঝ দুপুরে ওরা একটা ছোট ফাঁকা জায়গার সামনে ঘোড়ার পাদানির উপর দাঁড়িয়ে দেখল

মাঠের অন্য পাশে একটা সমর্থ কালো গরু ওদের লক্ষ করছে। ওটার মাটিতে পা আঁচড়ানো দেখে এরফান পাইককে সাবধান করল, 'মতলব খারাপ! তুমি সতর্ক থেকো!'

পাইক হেসে বলল, 'তুমিই বরং ওটাকে সামলাও, আমি দেখি!'

কয়েকদিন একসাথে কাজ করেই ওদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। দুজনেই দুজনের কাজকে সম্মানের চোখে দেখে।

'যে কোরালটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা কি বেন হার্ডির পুরোন কোরাল?' প্রশ্ন করল এরফান।

'আমার তা মনে হয় না,' জবাব দিল পাইক। 'অবশ্য সে ওটার কথা জানত, কারণ এই এলাকা একজন ছাড়া ওর চেয়ে ভাল আর কেউ চেনে না।'

'কে সেই লোক?'

'ফ্যান হারলট। ফ্যানের মত ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন টারগেটে গুলি করায় পটু ছিল বলেই ওই নাম। শেষবারের মত ওর নাম শোনা যায় সে যখন হার্ডির দলে ছিল। অনেকের ধারণা পাসি ওদের নাগাল পেয়ে দলের সবাইকে হত্যা করে টাকাটা নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়।'

'কত টাকা?'

'ষাট হাজার ডলারের সোনা। যে-কোন হিসেবেই অনেক টাকা।'

পাইক একটা সিগারেট তৈরির ফাঁকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে কালো গরুটাকে লক্ষ করছে। 'অনেক গরু চোরই বিভিন্ন সময়ে এইসব এলাকায় কাজ করেছে। তবে সন্দেহ নেই যে বেন হার্ডি ওদের কথা জানত।'

এরফান স্যাডল থেকে ফাঁসের দড়িটা খুলে নিল। 'ওটাকে

কি তুমি ধরবে? না কি আমি?'

'তুমিই ধরো,' জবাব দিল পাইক। 'এখন আর আমার আগের বয়স নেই।'

সাদা ঘোড়াটা মাথা নিচু করে এগিয়ে গেল গরুর দিকে। কালো গরুটার এটা ঠিক পছন্দ হলো না। সে এক পা পিছিয়ে গেল; পিছনের পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে, তারপর হঠাৎ দৌড় দিল। সাদা ঘোড়াটাও তৈরি ছিল, দ্রুত পথ আটকে দাঁড়াল। উপায় না দেখে ছুটবার জন্য ঘুরল গরুটা। কিন্তু তার আগেই দড়িটা উড়ে গিয়ে পড়ল ওর শিঙে। আটকা পড়ে দড়ির টানে আছাড় খেল গরু।

একটু ধাতস্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়াল। কোরালের দিকে রওনা হলো ঘোড়া, দড়ির টানে বাধ্য হয়ে ওদেরই তৈরি করা সুট ধরে এগোল গরু। মাঝপথে গরুটা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল এটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ওর। ঘাড় ফিরিয়ে এরফান দেখল গরুটা চার্জ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই দেখে ঘোড়ার কাঁধে চাপড় দিল এরফান। বাঁক নিয়েই ঘোড়াটা লাফ দিল। চার্জ করা গরু উড়ে গিয়ে ঝোপে বাড়ি খেল। ইতোমধ্যে পাইক পিছন থেকে গরুটাকে আটকে ফেলল। দুদিক থেকে টান পড়ায় গরুটা বিপদে পড়ল। এর পরেও গরুটাকে কোরালে ঢোকাতে ওদের আধঘণ্টা সময় লেগে গেল।

টেলর ওদের জন্য ক্যাম্পেই অপেক্ষা করছিল, সে ওদের দেখে হেসে বলল, 'তোমাদের কি আর একজন লোক দরকার? একজন স্বেচ্ছাসেবক? আমি দেখতে চাই দড়ি ছোঁড়ায় এখন আমার হাত কেমন আছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কাজ প্রচুর রয়েছে। শুধু গরু ধরাটাই বড় কাজ নয়; গরু ধরার পর সেগুলোকে ওই গলিপথ ধরে কোরালে নিয়ে যেতে হয়। প্রচুর খাটনির কাজ।'

'তোমাদের একজন অতিথি এসেছিল আজ। সে অবশ্য ক্যাম্পে আসেনি, দূর থেকে ভাল করে দেখেই চলে গেছে।'

'এটা আমি আরও আগেই আশা করছিলাম।'

'মিস সিন্ডি বেলের কিছু রাইডিঙের কাজ বাকি আছে, সেই ফাঁকে আমার হাতে আর অন্য কাজ নেই।'

একটা বড় প্যানে পানি ভরে মুখ হাত ভাল করে ধুয়ে নিল এরফান জেসাপ। হয়ত ওই রাইডারকে বক্স টি থেকেই পাঠানো হয়েছিল। অথবা ওই লোকই টেলরকে গুলি করেছিল।

বিগ টেলরকে কাঁটা ঝোপের উত্তরে কাজ করতে দিয়ে এরফান ঝোপের মধ্যে আঁকাবাঁকা পথ ধরে পুব দিকে এগোল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পরে টের পেল কুকুর শেপও ওর পিছু নিয়েছে। শেপ লেজ নেড়ে এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ওকে ফেরত পাঠানো না হয়।

'ঠিক আছে,' বলল এরফান, 'আজ আমরা একসাথে কাজ করব। কিন্তু তার আগে দেখি এই পথটা কোথায় গেছে।'

গরুর যথেষ্ট ছাপ দেখা যাচ্ছে ওখানে। ঝোপ আরও ঘন হলো। কয়েকবার কাঁটার খোঁচা খেয়ে শেপ কেঁউ করে ককিয়ে উঠল। কিছু কিছু জায়গায় ঝোপগুলো এমন এঁটে এসেছে যে দু'একটা কাঁটার খোঁচা না খেয়ে এর ভিতর দিয়ে পথ করে চলাই কঠিন।

হঠাৎ ঝোপের পাশ থেকে ছাই রঙের একটা গরু বেরিয়ে এসে এরফানকে দেখে অবাক হয়ে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে ছুটতে শুরু করল। মুহূর্তে ঝোপ থেকে গরুকে ফাঁকায় বের করে আনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ওর সাদা ঘোড়া ওটার পিছু নিল। ওটা যে যে-কোন সময়ে ঘুরে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে জেনেও বাধা দিল না এরফান।

ওর ঘোড়া টপার কেবল দেখছে ওর সামনে একটা গরু দৌড়াচ্ছে আর ওই গরু একসাথে জড়ো করাই ওর কাজ। সে নিজের কাজ বোঝে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পুরো বেগে ছুটছে। একটা মেসকিটের ডালে বাড়ি খেল এরফান। ভাগ্যিস ওটা মেসকিট ছিল, কাঁটা নাসপাতি হলে ওর অবস্থা খারাপ হত। একটা বাঁক ঘুরে গরুটা একটা ঝোপ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

ভাগ্যের কথা ঝোপটা সরে গিয়ে রাস্তা করে দিল। মুখে ঝোপের বাড়ি খেতে খেতে এগোল এরফান। কোন আদেশের অপেক্ষা না করেই ছুটছে টপার। চাবুকের মত আঘাত করে এরফানের হাত ছড়ে দিল কাঁটা গাছ। সামনেই একটা ছোট ফাঁকা জায়গা। ধূসর গরুটা ওপাশের ঝোপ লক্ষ্য করে ছুটল।

ওখানে পৌঁছে ঝোপের দেয়ালের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। বোঝা যাচ্ছে এখানেও সে জেনেশুনেই ঝাঁপ দিয়েছিল, কারণ ওখানে ওপাশে যাওয়ার পথ আছে। গরুটা লেজ তুলে ছুটছে। ঘোড়া নিয়ে এরফান পাদানির উপর দাঁড়িয়ে গরুর মাথার উপর দিয়ে দেখতে পেল ওখানে একটা নিচু কেবিন রয়েছে।

গরুটা অদৃশ্য হলো, শেপ ওর পিছনে ধাওয়া করে ছুটে গেল, কিন্তু ওকে পিছন থেকে ডেকে থামাল এরফান। কয়েকবার থেমে সে কান পেতে থাকল। হালকা বাতাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ঝোপের কিনার ঘেঁষে আট নয় ফুট উঁচু নাসপাতি গাছ দেখা যাচ্ছে। ফাঁকা জায়গা থেকে কেবিনে যাবার বা বেরোবার কোনও ট্রেইল নেই। কেবিনটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। নিচু দেয়ালগুলোর উপর আত্মরক্ষার জন্য বেশ কিছু পাথর চাপানো হয়েছে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল এরফান। পুরোন কোরালটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। গেটের উপর একটা মানুষের সাদা খুলি

রাখা আছে।

অদূরেই বাকি কঙ্কালটা পড়ে রয়েছে। হাড়ের আঙুলে ধরা আছে একটা ভারী পিস্তল, যেটা থেকে কোনও গুলি করা হয়নি। খুলির ফুটোটাই প্রমাণ দিচ্ছে ওকে পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে। এরফান সামনে এগিয়ে দেখল কঙ্কালের খাপে ছুরিটা নেই। পিস্তলের বাঁটে বড় অক্ষরে ডি খোদাই করা রয়েছে।

এগিয়ে কেবিনের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল এরফান। যা দেখল তাতে চমকে আড়ষ্ট হয়ে গেল ও। দেয়াল ঘেঁষে আরও একটা কঙ্কাল পড়ে আছে।

ফেকাসে মুখে একটা ম্যাচ জ্বালল এরফান। টেবিলের উপর একটা বোতলের মুখে মোম ঠুসে দেওয়া হয়েছে। গলা মোম পড়ে ছড়িয়ে আছে বোতলের ধারে। ওখানে দুটো বাঙ্ক পাতা আছে। ওতে কমপক্ষে চারজনের শোয়ার ব্যবস্থা আছে। এবার সে তার মনোযোগ দিল কঙ্কালের দিকে। কঙ্কালটার এক হাতে রাইফেল ধরা আছে। ছুরিটা ওর বামদিকে পঞ্চম পাঁজরের নীচে একটু উপর মুখি হয়ে ঢুকেছে।

পুরো একঘণ্টা ধরে এরফান ভেবে বের করার চেষ্টা করল ওখানে আসলে কী ঘটেছিল। প্রত্যেকেই পুরো সোনা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষে ওদের লোভই ওদের কাল হয়েছে।

হয়ত দেয়ালের কাছে মরা লোকটা বেন হার্ডির ফিরে আসার অপেক্ষায় থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ডিয়েগোর তর সয়নি। লোকটা পিছন ফিরতেই ছুরি ছুঁড়েছিল সে। ছুরির বাঁটেও ডি খোদাই করা আছে। ঘোড়ার জন্য কোরালে যেতেই পিছন থেকে গুলি খেয়েছে সে। লোহার মত শক্ত খাপ ইঁদুরে চিবানো দেখে সেটা আন্দাজ করা যায়। বাইরে বেরিয়ে পানির কাছে গিয়ে দাঁড়াল এরফান। তা হলে সঙ্গীদের হত্যা করে যে-

লোক সোনা নিয়েছে সে হচ্ছে ফ্যান হারলট।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে ওর কপালের ঘাম শুকিয়ে গেল। পানির কাছে গিয়ে দেখল শেপ আর তার ঘোড়াও ওখানে-ই আছে। কারও গলার স্বর শুনে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল এরফান। আড়াল থেকে দেখল ঘোড়ার পিঠে টেলর আর পাইক আসছে।

টেলর কঙ্কাল দেখে চমকে উঠল। 'এরা আবার কে?' বলে উঠল সে।

আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল এরফান, এবং কথাটার জবাব সে-ই দিল। 'ওরা বেন হার্ডি দলের লোক, কেবিনে আরও একজন আছে। ওরা আউটল,' বলল সে। 'পাইক আর আমি একটু আগে ওদের কথাই আলাপ করছিলাম। ওরা মাইন থেকে সোনা লুট করে এখানে লুকিয়ে ছিল। তারপর নিজেরাই পরস্পরকে খুন করেছে। কেবল বেঁচে আছে ফ্যান হারলট!'

পাঁচ

ফিরতি পথে তিনজনের মধ্যে কথা খুব কমই হলো। প্রত্যেকে ওরা নিজের নিজের চিন্তায় ব্যস্ত। শ্যাপেরল কাঁটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এরফান প্রথম যাকে দেখতে পেল সে হচ্ছে বিল স্যাকসন। বিশাল ফোরম্যান একটা কালো জীনসের প্যান্টের সাথে নীল শার্ট পরেছে। মাথায় হ্যাট না থাকায় ওর সোনালি

চুল দেখেই ওকে নির্ভুল ভাবে চেনা যাচ্ছে। আগুনের উল্টোদিকে সে সিন্ডি বেলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলছিল, 'না, তুমি ভুল পথে চলেছ, এখানে পিটার ডুভাল নামে কেউ কখনও ছিল না। ওই বুড়ো নিশ্চয়ই গপ্প ছেড়েছে বা তুমি ভুল দিক-নির্দেশনা পেয়েছ।'

'তুমি কীভাবে এত নিশ্চিত হলে?' সিন্ডির গলায় কিছুটা বিরক্তি। 'তুমি তো আমার মামা মারা যাওয়ার আগে এই এলাকাতেই আসোনি।'

'এ-কথায় তুমি কী বোঝাতে চাইছ?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ জানাল বিল।

'আসলে সত্যি কথাটা হচ্ছে,' ক্যাম্পে পৌঁছতে পৌঁছতে চিৎকার করে বলল এরফান। 'ডুভালকে যখন হত্যা করা হয় তখন বিল এখানেই ছিল!'

এরফান এবং আর সবার মুখোমুখি হতে ঘুরে দাঁড়াল বিল, সে এসব কোনও কথাই পছন্দ করছে না।

'সে অবশ্য তখন বক্স টির ফোরম্যান ছিল না–সে ছিল বেলোর ফ্রেইট ওয়্যাগন চালকদের সর্দার। বেলো যখন র‍্যাঞ্চ করল সে তখন বিলকে সঙ্গে নেয়।'

'তুমি অনেক খবরই রাখো দেখছি!' টিটকারি দিল বিল।

'আমি কেবল চোখ-কান খোলা রাখি, ব্যস।' সিন্ডির দিকে চেয়ে হাসল এরফান।

'তোমার সাথে এর সম্পর্ক কী? তুমি এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ কেন?'

'আমি মিস বেলকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু তা ছাড়াও পিটার ডুভাল আমার বন্ধু ছিল।'

'আমি জানতাম না তুমি ডুভালকে চেনো,' আপত্তির সুরে বলল বিগ। 'আমার কোনও ধারণাই ছিল না।'

পাইক একটা পাথরে হেলান দিয়ে মাংসের একটা বড় টুকরা প্লেটে তুলে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে।

'ভাল, কিন্তু ওকে সাবধান থাকতে হয়েছে, বিগ, বেশি কথা বললে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যেতে পারত,' বলল সিন্ডি।

'তার মানে? কী ফাঁস হয়ে যেত?'

'মামা আমাদের কাছে টেক্সাস সম্পর্কে অনেক গল্পই করেছে, তার বেশির ভাগই বার টোয়েনটির কথা।'

'বার টোয়েনটি?' এরফানের দিকে চাইল বিগ, 'তা হলে... তুমিই এরফান জেসাপ!'

পাইক খিকখিক করে হেসে উঠল। 'অবশ্যই তাই! আমি আগেই আঁচ করেছিলাম!'

একটা কালচে ছায়া লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আরও আঁধার জায়গায় সরে গেল। টম ব্রাউন, যে বিগকে গোপনে হত্যা করতে চেয়েছিল, সে একটু নড়েচড়ে বসল। এই ব্যাপার বিগকে হত্যার চেয়েও অনেক জরুরি। সে নিশ্চিত নয় খবরটা কত দেরিতে তার চাকুরিদাতা পাবে। সে চায় খবরটা জল্‌দিই পৌঁছাক। যদি ওর নির্দেশগুলো ঠিক হয় এবং রহস্যজনক নির্দেশ বেলোর কাছ থেকে এসে থাকে? বিগের মৃত্যুতে সে ছাড়া আর কার লাভ হতে পারে?

একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছে সে। বেলো যেন এরফানের এখানে হাজির থাকার কথা জানে এটা নিশ্চিত করবে সে। যদি তার আঁচ সত্যি হয় তবে একটা ভাল বোনাস সে আশা করতে পারে।

বেলো তার বিশাল র‍্যাঞ্চহাউসে নিজের ডেস্কে বসে একটা ম্যাপ খুঁটিয়ে দেখছে। বিল স্যাকসন যদি এখন ওকে

দেখতে পেত তবে সত্যিই অবাক হত। কারণ ম্যাপটা ডেড হর্স পাস থেকে শুরু করে স্টেজ কোচের পুবের রাস্তার নিখুঁত চিত্র।

মানুষের জীবন ধারা যদি একবার নির্দিষ্ট হয়ে যায় তা হলে সেটা আর বদলায় না। মানুষ একটা খাঁজ কাটা চেনা পথ ধরেই চলতে পছন্দ করে। বেলো অনেকদিন থেকেই একটা দাঁও মারার সুযোগ খুঁজছিল, বিল ট্যাগার্ড-মাইনের কথা উল্লেখ করায় যেন হাতে চাঁদ পেল সে। নইলে বাধ্য হয়ে তাকেই কথাটা বিলের কাছে পাড়তে হত।

একটা ওয়্যাগন ক্লীফ থেকে নীচে পড়ায় অনেক ক্ষতি হয়েছে বেলোর। ওতে মাইন থেকে সোনা বয়ে নেওয়া হচ্ছিল। ওর গাড়ি ও ড্রাইভার তো খোয়া গেছেই, পুরো ক্ষতিপূরণও এখন ওকেই দিতে হবে। গতবারের প্রচণ্ড শীতে বেশিরভাগ গরুই মারা পড়েছে।

একটা শীত এল পেসোতে এবং পরের শীত স্যান এনটোনিওতে কাটিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে সে। এখন ক্যামেরনকে ঝোপ থেকে গরু বের করার টাকা দেওয়ার মত টাকাও ওর কাছে নেই। অবশ্য সে একজন স্ট্রেঞ্জার তাই ওর টাকা দিতে না পারলেও সে কিছুই করতে পারবে না। শহরে ওর কোন বন্ধু নেই।

খোলা জানালা দিয়ে একটা ঢিল উড়ে এসে প্রথমে টেবিলে পড়ে পরে ওর কোলে পড়ল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিস্তল বের করে ঘরের মাঝখানে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল বেলো।

নীরব অপেক্ষায় দুটো মিনিট কেটে গেল। তারপরেই একটা ঘোড়ার দূরে সরে যাওয়ার শব্দ ওর কানে এল। চ্যাপ্টা পাথরটা একটা ব্রাউন কাগজে মোড়া। ওই কাগজে একটা মেসেজ

পাঠানো হয়েছে। মেসেজটা হচ্ছে: ক্যামেরন আসলে এরফান জেসাপ। বক্স টির বন্ধু।

এরফান জেসাপ! ইউ. এস. ডেপুটি মার্শাল! এখানে!

ও কীভাবে এখানে এল? সে কেন এসেছে? এমন কী ঘটেছে যা সে জানে না? এই নতুন তথ্যের আলোয় পুরো প্ল্যানটা আবার ভেবে দেখা দরকার। ওই লোক সব সময়ে আইনের পক্ষে কাজ করে। যদি সে শ্যাপেরলের ভিতর এতদিন যা লুকানো আছে তা জেনে যায়? যদি ডাকাতি করে যাওয়ার পথে তার লোকজনের সাথে মার্শালের দেখা হয়ে যায়? ক্ষতি নেই, কারণ পাঁচজনের বিরুদ্ধে এরফান একা কী করবে? সাত-পাঁচ ভেবে নিশ্চিন্ত হলো বেলো। সবই ঠিক থাকবে যদি সে টাকাটা আগেই হাতাতে পারে। বাতিটা সামনে টেনে এনে নোটটা পুড়িয়ে ফেলল সে।

টম ব্রাউন ডেড হর্স পাসের কাছে তার চাকরিটাকে হালকা ভাবে নেয়নি। তার ধারণা সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। পুরো একটা ডাকাত দলকে ঠেকানো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে ওই কাজের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি। এর জন্য সে একটা উঁচু গাছের উপর মাচা তৈরি করে দূরবীন নিয়ে প্রস্তুত। স্টেজ আসার সময় হলেই সে রাইফেল হাতে তৈরি থাকে। অবসর সময়ে এলাকাটা সে ঘুরে দেখেছে। সে জানে কোথা থেকে হামলা আসা সম্ভব। একদল সুসজ্জিত লোককে পুরোন ওয়াশের কাছে অদৃশ্য হতে দেখে সে মাচা ছেড়ে নামল। স্টেজ রাস্তা ধরে ভাঙা ব্রিজের কাছে এসে সে একটা জায়গা বেছে তৈরি হয়ে বসল। এখানেই ওয়াশ শুরু হয়েছে। লোকগুলোকে এখানেই অদৃশ্য হতে দেখেছে সে। টম নিশ্চিত যে ওকে চাকরি দিয়ে ট্যাগার্ট মাইন কর্তৃপক্ষ তাদের টাকা মিছে

নষ্ট করছে না।

সে তার কাজে সিরিয়াস। তার ধারণা ডাকাত দলের উপরই চোখ রেখেছে ও।

স্টেজটা ডেড হর্স পাস ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে। যাত্রীরা যার যার গন্তব্যের কথাই ভাবছে বসে। এই সময়ে টম দেখল আবার ওই আরোহীদের দেখা যাচ্ছে। ওরা স্টেজ কোচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা গুলির শব্দ হলো, কোচের মাথায় বসা শটগান রাইডার শূন্যে হাত ছুঁড়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল। ওদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম টেনে স্টেজ থামিয়ে বলল, 'বাক্সটা নীচে ফেলে দাও।' টমের রাইফেল গর্জে উঠল। একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়ল। দুটো ডালের মাঝখানে রাইফেল রেখে নিশ্চিত হয়ে গুলি করছে টম। দ্বিতীয় গুলিতে পড়ল আরও একজন। তৃতীয় গুলিতে একটা ঘোড়া মারা পড়ল। শেষ গুলিতেও একজন মুখোশধারীই মারা পড়ত, কিন্তু রক্তের গন্ধে ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ওকে বাঁচিয়ে দিল। ঘোড়ার মাথায় লেগেছে গুলি।

'ওদের আগে থেকে জানিয়েছে কেউ।'

'জানাবে কে? ওটা মহিষ শিকারি টম ব্রাউন।' ঝাল ঝাড়ল বিল।

'এসো আমরা ওকে ধাওয়া করি,' বলল ভিনসেন্ট।

'তুমি যাও, তোমার কানের লতি উড়িয়ে দেবে ও।'

হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বেলো। ওরা মাত্র তিনজন আছে দেখে সে প্রশ্ন করল, 'কী ঘটেছে? তোমরা মাত্র তিনজন কেন?'

'কী রকম দেখাচ্ছে? ব্রাউনের কাণ্ড! সে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। পালিয়ে না এলে আমরা সবাই মারা পড়তাম।'
'সোনার বাক্সটা আনতে পারনি?'

'আমরা যে প্রাণে বেঁচেছি এটাই বেশি! দেরি করলে ব্রাউন একে একে সবাইকে মারত। ওর তিন গুলিতে দু'জন লোক আর একটা ঘোড়া মরেছে। সময় মত ভিনির ঘোড়াটা লাফিয়ে উঠে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।'

'ঠিক আছে, আমরা আমাদের প্ল্যান মতই কাজ করে যাব,' বলল বেলো। 'তোমরা সবাই শিপাপু চলে যাও, ওখানে তোমরা সকাল থেকেই ছিলে।'

'ধরো কেউ যদি শিপাপুতে থাকে? আমরা কীভাবে কাউকে বিশ্বাস করাব যে আমরা ডাকাতির সময়ে শিপাপুতে ছিলাম?'

'কেউ ওখানে থাকবে না,' অস্থির স্বরে বলে উঠল বেলো। 'আর যদি থাকেও আমার বলে দিতে হবে না তুমি কী করবে।'

'আর টাকাগুলো?' অবিশ্বাসের স্বরে বলল বিল।

'ওগুলোর ব্যবস্থা আমি করব,' বলল বেলো। 'কালকে আমি শহরে যাব তখন জানাব আমি কী করতে পেরেছি।'

'এই ব্যবস্থাটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, টাকাটা আমরা লুট করে এনেছি, ওটা আমাদের কাছেই থাকা উচিত।'

'স্থানীয় সবার চোখ ওটার ওপর থাকবে। এবং ধরা পড়লে তোমাদের ফাঁসি হয়ে যাবে।'

'ওর কথায় ভাল যুক্তি আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল প্রেসকট।

'আমার কাছ থেকে কোনও খবর না পেলে তোমরা বস্তিতে ফিরে এলেই তোমাদের টাকা আমি ফিরিয়ে দেব।'

ভিনসেন্টও ওর কথার পিছনে যুক্তি আছে বুঝে চুপ করে রইল।

শেষ অতিথিকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে দেখে হোটেল ক্লার্ক ইভান্স উঠে দাঁড়াল। আজ রাতেই তার পাওনা আদায় করবে

সে। স্টেজ ডাকাতি করে বেলোর দল যে-টাকা পেয়েছে তাতে নিজের ভাগ বসাবে সে। চারপাশ দেখে নিয়ে ড্রয়ার খুলে ডবল ব্যারেল ডেরিঞ্জারটা সে পকেটে ভরল। একবার ভাবল বেলো কি এই মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে সাহস পাবে? অসম্ভব! শহরে এরক্ষান রয়েছে, সিডি বেলও দূরে নেই—সুতরাং এ-ই সুযোগ!

বেলো যদি পিস্তলে পটু হয় তবে সে গুলি করতে দ্বিধা করবে না।

তাই সে একটা চতুর বুদ্ধি করল। একটা খবরের কাগজ দিয়ে ডেরিঞ্জারটা মুড়ে নিলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। খবরের কাগজ সাথে নিয়ে তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল ইভান্স। আস্তাবল থেকে নিজের ঘোড়া নিয়ে সে রওনা হয়ে গেল বক্স টির উদ্দেশে। বাড়ির বাতি দেখে শুকনো মুখে ওদিকে চাইল সে।

এক লাফে বড়লোক হয়ে সেই টাকা উপভোগ করবে ইভান্স।

বেলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে আগে বাড়ল সে। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, সাহস করে ও দরজার দিকে এগোল। ডান হাতে খবরের কাগজটার নীচে ওর ডেরিঞ্জার; দরজাটা খোলাই আছে দেখে ভিতরে ঢুকল ইভান্স। ওর ডান হাতের কাগজের তলায় ডেরিঞ্জার। আঙুল ট্রিগারে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বেলো ভিতরে বসে আছে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সে। চমৎকার করে বোনা নাভাহো রাগের উপর ওর জুতো কোন শব্দই করছে না। কারও উপস্থিতি টের পেয়ে মুখ তুলে চাইল বেলো। 'তুমি এখানে কী চাও?' ক্লার্ককে চিনতে পেরেছে বেলো, 'তোমাকে কে ঢুকতে দিয়েছে?'

'তোমাকে বিরক্ত না করে আমি নিজেই ভিতরে ঢুকেছি।' বেলোর দিকে চেয়ে লোকটার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা দেখে হিংসায়

জ্বলে উঠল সে; ওই নিশ্চিন্ত চেহারা বদলে দেবে ও। এক পা সামনে এগিয়ে সে বলল, 'বেলো, আমি আজ রাতে পাঁচ হাজার ডলার চাই—আর সাতদিনের মধ্যে চাই আরও বিশ হাজার ডলার!'

বেলোর চোখ দুটো ছোট হলো, ওকে চেনার পর থেকেই একটু বিভ্রান্ত বোধ করছে সে। ইভান্সের মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছে না ও। ওর কাছে মাত্র তিনশো ডলার আছে। বেলো ভাবতেও পারেনি ইভান্স তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটা হাসি ফুটে উঠল।

হাসিটা ইভান্সকে এত উত্তেজিত করে তুলল যে সে রেগে গেল। ওই মুহূর্তে বেলোর চোখ ইভান্সের হাতে ধরা কাগজটার উপর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের বিপদ টের পেল।

পোষা বেড়াল বনবেড়ালের সাথে টক্কর দিতে এসেছে!

'আমি ঠাট্টা করছি না,' ক্লার্কের ঘৃণা ওকে সাহসী করে তুলেছে; 'আমি এখানে কথা বলতে আসিনি, পাঁচ হাজার টাকা চাই আমি! এখনই!'

'কিন্তু এত টাকা আমি তোমাকে দিতে যাব কেন? কারণটা কী?'

'তুমি যে কে তা আমি জানি। ডুভালের কথাও জানি। তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবার মত যথেষ্ট প্রমাণ আমার হাতে আছে। তুমি যা করেছ তাতে আমার কিছু যায় আসে না, আমি চাই টাকা!'

'বুঝলাম! তুমি কি মনে করো ব্ল্যাকমেইল করে তুমি পার পাবে?'

'আমি যে এসব তথ্য-প্রমাণ নিয়ে মার্শাল বা এরফানের কাছে যাচ্ছি না এটা তোমার ভাগ্য!'

'তুমি এরফানকেও চেনো না কি?'

'শহরের সবাই জানে, ও কে।' সংক্ষেপে জবাব দিল ক্লার্ক। 'কিন্তু আমি একাই কেবল জানি পাইক রদার কে!'

ওর ভেবাচেকা খাওয়া চেহারা দেখে ইভান্স নিজের সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। এই লোকটা যারা ওর হয়ে কাজ করছে তাদেরও চেনে না!

'পাইক রদার?' নামটা ওর কাছে অপরিচিত। 'তুমি ওকে চেনো? তাতে আমার কী? আমি ওকে চিনি না।' বেলো কথা বলছে লোকটাকে একটু অসতর্ক অবস্থায় পাওয়ার জন্য। ওকে সে ঠিকই মারবে, কিন্তু সময় বুঝে।

'পাইক রদারই হচ্ছে বেন হার্ডি!'

'কী!' বেলোর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। 'তুমি পাগল হয়েছ সে মারা গেছে ওই...' নিজেকে সামলে নিল কর্নেল। এখনই সে ফাঁস করে দিয়েছিল আর কী!

'না, সে মরেনি।' ঝুঁকে এগিয়ে এল ইভান্স। একটু অসতর্ক হতেই টেবিলের ওপর রাখা তেলের বাতিটা ইভান্সের দিকে ছুঁড়ে মারল বেলো। কাঁচটা ভেঙে গেল। বাতির তেল কিছুটা চলকে পড়ল ইভান্সের চোখে। দু'হাতে চোখ কচলাচ্ছে সে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

এই সুযোগে ড্রয়ার থেকে পিস্তল বের করে ওটার নল দিয়ে সজোরে বাড়ি মারল বেলো ইভান্সের মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে ধপ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ইভান্সের দেহ।

পাশের ঘর থেকে আর একটা বাতি জ্বেলে এনে টেবিলের উপর রাখল বেলো। মেঝে থেকে ডেরিঞ্জারটা তুলে পকেটে ভরে অজ্ঞান ইভান্সকে কলার ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলো সে। নিজের ঘোড়া সেজে ফিরে এসে দেখল মাত্র নড়াচড়া শুরু করেছে ক্লার্ক। ওর পাঁজরে একটা লাথি মেরে ওকে সচেতন করে নিয়ে বেলো প্রশ্ন করল, 'তুমি কি মনে

করেছিলে এসবে জড়িয়েও পার পেয়ে যাবে?'

ওর থেকে কোন উত্তর না পেয়ে আর একটা লাথি মেরে বেলো বলল, 'উঠে নিজের ঘোড়ায় চড়ো।'

'এই অবস্থায় আমি পারব না। আমার একজন ডাক্তার দরকার।'

'এখানে ডাক্তার কোথায়? জলদি করো! শহরে চলো!'

ইভান্স কিছু বলছে না দেখে বেলো নিজেই ওকে ঘোড়ায় উঠতে সাহায্য করল। 'আমি ওই কাগজগুলো চাই! জলদি করো।'

•

ছয়

এরফান তার পুরোন ক্যাম্পের দিকে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কিন্তু এত নিস্তব্ধ কেন চারপাশ? ক্যাম্পে পৌঁছে ওই কেনর উত্তর মিলল। সে দেখল ক্যাম্পের পাশের কোরালে একটা গরুও নেই। ওখানে অন্তত তিনশোরও বেশি গরু ছিল। গরু আর ঘোড়ার ছাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে কম পক্ষে চারজন লোক ওগুলো বক্স টির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। বেলো মোটেও সময় নষ্ট করেনি।

গরু নিলেও ওগুলোকে বক্স টির চেয়ে বেশিদূরে নেয়া হবে না।

বক্স টির ট্রেইল ছেড়ে শহরের পথ ধরল এরফান। কিন্তু

কিছুদূর চলার পর শহর থেকে মাইলখানেক দূরে ওকে থামাল সিভি। 'শহরে যেয়ো না, এরফান, ওরা তোমাকে গ্রেপ্তার করবে।'

'কেন, স্টেজকোচে ডাকাতির জন্যে?'

'এবং খুন। ওরা এরই মধ্যে পাইক আর বিগকে গ্রেপ্তার করেছে। পাইককে ডাকাতির জন্যে আর বিগ ইভান্সকে খুন করার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছে।'

প্রথমে ইভান্সকে চিনতে পারেনি এরফান, পরে মনে পড়ল সে ওই হোটেলের ক্লার্ক। 'ইভান্স? হোটেল ক্লার্ক? সে এর মধ্যে কেন?'

'তা আমি জানি না। বিগ আমাদের গরু চুরি হয়েছে শুনে শহরে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল, ওকে লাশের কাছাকাছি দেখা গেছে।'

'সে আর কাউকে দেখেনি?'

'তা আমি জানি না। সে এখন জেলে। এসব কথা আমি মাত্র জেনেছি। জেনির মাধ্যমে বিগ আমাকে জানিয়েছে। মনে হয় বেলো আমাদের সবাইকে উচ্ছেদ না করে ছাড়বে না।' সংক্ষেপে টম ব্রাউনকে সব কথা জানানোর ব্যাপার খুলে বলল সে।

'খুব ভাল করেছ। লোকটা এককালে মার্শাল ছিল। সে চাইলে সত্যিই সাহায্য করতে পারবে।' পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখল এরফান। গরুর একটা অংশ বেলোর হাতে। নালিশ জানানোরও কোন উপায় নেই, কারণ সে নালিশ জানাতে গেলেই অ্যারেস্ট হবে। টম ব্রাউন হয়ত কিছু বের করতে পারবে, কিন্তু ওর অপেক্ষায় বসেও থাকা যায় না। 'তুমি শহরেই ফিরে যাও, বেলো যে-গরুগুলো নিয়ে গেছে সেগুলোর ওপর একটা দাবি ফাইল করে রাখো যেন সে ওগুলো তোমার

দাবির বিষয়টা মীমাংসা না হলে বিক্রি করতে না পারে।'

সিন্ডি চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এরফানও রওনা হয়ে গেল। শহরের গলি পথ ধরে সে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির পিছনে এসে থামল ও। বাড়িতে প্রবেশ করে দরজা ফাঁক করে সামনের রাস্তার উপর নজর রাখল সে। এলকহর্ন থেকে বেরিয়ে মার্শাল বাক লী ম্যানরহাউসের সামনে এসে থামল। বারান্দার উপর কার সাথে যেন আলাপ করল সে, তারপর এগিয়ে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

একটু পরেই সিন্ডির আবির্ভাব ঘটল, সে-ও মার্শালের অফিসে গেল। এবার দুজনে একসাথে বেরিয়ে এলকহর্নের সামনে দাঁড়াল। বেলোকে এলকহর্ন থেকে বেরোতে দেখে লী হাঁকল, 'কর্নেল, মিস বেল আমাকে বলেছে তুমি পিকেট ফর্ক থেকে বের করা গরু বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে গেছ। কিন্তু ওগুলো এখন বিক্রি করা যাবে না। তার আগে ওগুলো মিস বেলের কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। নইলে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।'

'হাস্যকর ব্যাপার!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠল বেলো। 'ওগুলো আমার গরু। বিক্রি করলে গ্রেফতার করবে তোমার সে অধিকার নেই!'

'কর্নেল, মিস বেল ওগুলো তার বলে দাবি করেছে!'

'কী?' বেলো ভীষণ রেগে গেল। ওর টাকার দরকার। 'তুমি কার পক্ষ নিয়ে কথা বলছ? ওগুলো আমার গরু! আমি নিশ্চই ওগুলো বিক্রি করব।'

'দুঃখিত কর্নেল!' লীর স্বর কঠিন হলো। 'তুমি তা পারো না।'

'তুমি কার পক্ষ নিয়ে কথা বলছ? চোরের, না শহরবাসীর?'

'আমি আইনের কথা বলছি!' সহজ স্বরে কথা বলল লী।

'আমাকে রাখাই হয়েছে এই জন্যে।'

'কোন প্রমাণ নেই যার ওপর ভিত্তি করে কিছু বলা যায়,' এবারে কথা বলল সিন্ডি। 'আমার বিশ্বাস তুমি আমার র‍্যাঞ্চ চুরি করেছ। এবং আমার মনে হয় স্টেজ ডাকাতিতে তুমি জড়িত ছিলে।'

'তুমি আমাকে অভিযুক্ত করছ?' ভয়ানক চোখে ওর দিকে তাকাল বেলো।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সিন্ডি। 'কেসটা যখন কোর্টে উঠবে তখন এর প্রমাণও আমি দেব—যে তোমাকে আর স্যাকসনকে দেখেছে সে-ই বলবে।'

বেলোর মুখ প্রথমে ফেকাসে হল, পরে লাল হল। 'এটা একটা গুরুতর অভিযোগ, মিস বেল। তুমি কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে?'

'যে এটা দেখেছে সে ব্যাবিলন মেসার একজন ব্রাদার।' ঠাণ্ডা স্বরে জবাব দিল সিন্ডি।

মড়ার মত আড়ষ্ট হল বেলো। কেবল ওর চোখ দুটো জীবন্ত। 'মহিলা, তুমি একটা বুনো অভিযোগ তুলেছ! মার্শাল খুব ভুল করবে সে যদি একদল উন্মাদের কথা বিশ্বাস করে।'

'কিন্তু আমার দেয়া আদেশ বলবৎ থাকবে, তুমি কোর্টে যাওয়া ছাড়া একটা গরুও বিক্রি করতে পারবে না,' জানাল মার্শাল।

'ক্যামেরন বা জেসাপ যে-ই সে হোক না কেন, চুক্তি অনুযায়ী সে পাঁচশো গরু একবারে জড়ো করতে না পারলে চুক্তি-মাফিক একটা পয়সাও পাবে না।'

'জেসাপের অন্য কোরালে আরও গরু আছে,' শান্ত স্বরে জানাল সিন্ডি। 'আইনের প্যাঁচে আমি যেতে চাই না, কোর্ট যা বলে তা-ই হবে। ওর কাছে আরও কয়েকশো গরু আছে

'একদল চোরকে আমি টাকা দেব না,' রেগে উঠে বলল বেলো।

'ওরা তোমাকে ঠিক প্যাচেই ধরেছে, কর্নেল,' নরম সুরে বলল লী। 'ওরা চোর কি না তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। ওরা যদি চোরও হয়, তবু চুক্তি অনুযায়ী তুমি টাকা দিতে বাধ্য।'

ধীরে ধীরে শান্ত হলো বেলো। ওদের কাছে যদি পাঁচশোর বেশি গরু থাকে তবে সে টাকা দিতে বাধ্য—অথচ ওর কাছে টাকা নেই—কিন্তু যদি ওদের কাছে গরু না থাকে—হঠাৎ সে ভাল বোধ করতে শুরু করল—যদি ওদের কাছে সত্যিই গরু থাকে সে টাকা দেবে। 'দুঃখিত মার্শাল, মিস সিন্ডি, আমি তোমার কাছেও ক্ষমা চাই আমার দুর্ব্যবহারের জন্যে।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল বেলো। ওদিকে চেয়ে থেকে ওর যাওয়া দেখল দু'জনে। তারপর লী বলল, 'দেখলে ওর কাণ্ড? এক সময়ে লোকটা এত রেগেছিল যে সামনে বাঘ থাকলে বাঘকেই কামড়ে দিত, অথচ পরে কেমন সুন্দর নরম সুরে কথা বলল?'

বেলো চলে যাবার পর এরফান পরিত্যক্ত দালানেই বসে রইল রাত না নামা পর্যন্ত। সে জানে টাকা না দেওয়ার ইচ্ছে থাকলে বেলো তার রাইডার পাঠিয়ে গরুগুলোকে কোনও গোপন আস্তানায় রেখে এলেই ওগুলো ও আর সহজে খুঁজে পাবে না।

যেভাবে বেলো প্রস্থান করল তাতে সন্দেহ নেই যে সে ওই প্ল্যানটাই কাজে লাগাবে। এই মুহূর্তে রাস্তায় অনেক লোক থাকায় অ্যারেস্ট হওয়ার ভয়ে ও এখান থেকে সরে যেতেও পারছে না। রাতের অন্ধকারে কোনও মতে হোটেলে পৌঁছে ক্লার্কের কাগজপত্র ওকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর ডেস্কের আশেপাশেই কোথাও ওগুলো লুকানো আছে।

নানান চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। অন্ধকারে ঘুম ভাঙল এরফানের, রাস্তাটা নিঝুম হয়ে এসেছে। সব দেখেশুনে রাস্তা ধরে ম্যানশন হাউসের সামনে চলে এল এরফান। সুযোগ বুঝে হোটেলের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সে। লবিতে কেউ নেই দেখে ডেস্কের পিছনে ঢুকে পড়ল। সুচারু ভাবে সার্চ করে দেখল ডেস্কের পিছনে কিছু আঠা দিয়ে সাঁটানো হয়নি। তবে কোথায়? একটু ভাল করে দেখে বুঝল মেঝের একটা কাঠের ব্লক ঠিক জায়গায় নেই। ছুরি বের করে দুটো ব্লকের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেখল ভিতরটা ফাঁপা। একটু চাড় দিতেই ব্লকটা বেরিয়ে এল। ওখানে একটা পেরেকের সাথে সুতো ঝুলতে দেখে সুতো ধরে টান দিয়ে দেখল ওটার মাথায় কয়েকটা ম্যানিলা খাম বাঁধা আছে। ওগুলো হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল স্যাকসন ওর দিকেই আসছে।

এরফানকে ওখানে দেখে সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি ওখানে কী করছ?'

এরফান জবাব দিল, 'রেজিস্টারটা দেখছিলাম।'

'তোমার হাতে ওগুলো কী?'

'আমার চিঠিপত্র।'

হাত দুটো কোমরে রেখে স্যাকসন বলল, 'তা-ই নাকি? জানি না মার্শাল ওসব দেখলে কী বলবে। সে তোমাকে খুঁজছে।'

কথা না বাড়িয়ে মুঠি পাকিয়ে একটা ঘুসি ছুঁড়ল বিল। রাউন্ড হাউস ঘুসি পৌঁছার আগেই এরফানের ঘুসি পড়ল ওর মুখের ওপর। পিছিয়ে গেল সে—কিন্তু পড়ার আগেই এরফানের আরও দুটো ঘুসি পড়ল ওর পেটে। বিলের একটা ডান হাতের ঘুসি ঠেকাতে গিয়ে ধাক্কায় পড়ে গেল এরফান। বেগে একটা লাথি ছুটে আসতে দেখে বুটশুদ্ধ পা ধরে উপর দিকে ঠেলে দিল

সে। দোতালায় ওঠার সিঁড়ির ওপর চিত হয়ে পড়ল বিল। ভারী পতনে পুরো দালান কেঁপে উঠল।

খেপে গেছে বিল, উঠে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল সে। পিছু হটল না এরফান, সে-ও দুহাতে ঘুসি ছুঁড়ছে। প্রতিপক্ষ ভারী দেহ নিয়ে বেশ স্লো হওয়ায় একই সময়ে এরফান বেশি ঘুসি মারছে। কিন্তু বিলের একটা ঘুসি এরফানের চোয়ালে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখল এরফান, পড়ে যাওয়ার সময়ে দোতালা থেকে লোকজনের নীচে নামার শব্দ শুনতে পেল। গ্রেপ্তার হলে ওর আর কোনও উপায় থাকবে না। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত শেষ করার উদ্দেশ্যে সে বিলের সোলার প্লেক্সাসে একটা প্রচণ্ড ঘুসি বসাল। এতে বিলের যা দম ছিল তার অর্ধেক বেরিয়ে গেল। একটা আপার কাট ঘুসি খেয়ে সে উল্টে একটা সোফার উপর পড়ে জ্ঞান হারাল।

এই সুযোগে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল এরফান। পিছন ফিরে কেউ ওকে ধাওয়া করে আসছে না দেখে সে স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে টপারের কাছে চলে এল। টপারের পেটিটা শক্ত করে এঁটে ঘোড়ায় চড়ে বক্স টির দিকে রওনা হল সে।

দুপুর নাগাদ সে পিকেট ফর্কের কাছে বক্স টিতে পৌঁছল। এরফান দেখতে পেল সত্যিই ওরা তাদের সংগ্রহ করা গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। কিছু অপরিচিত মেক্সিকান লোক রয়েছে ওদের সাথে।

ভিনসেন্ট ব্যারিই নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ঝোপের ভিতর গরুগুলোর পিছনে কাজে ব্যস্ত। ক্রেগই প্রথমে এরফানকে দেখতে পেল। সে আর একজন মেক্সিকান লোক এরফানের সাথে দেখা করার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল।

'এই গরুগুলো নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' কৈফিয়তের সুরে জিজ্ঞেস করল এরফান।

'বক্স টিতে নিয়ে যাচ্ছি,' জবাব দিল প্রেসকট। 'তা ছাড়া আর কী?'

'তোমাদের কোন অধিকার নেই ওগুলো সরাবার। ওগুলো আমার জড়ো করা গরু। আমরা যখন সরাতে প্রস্তুত হব তখন আমরাই সরাব।'

অবাধ্যের মত কাঁধ উঁচাল প্রেস। 'সেটা তোমার মাথাব্যথা। আমাদের ওগুলো সরাবার আদেশ দেয়া হয়েছে। এটা যদি তোমার পছন্দ না হয় তবে ভিনসেন্টের সাথে আলাপ করো। সেটাই সব থেকে ভাল হবে।'

'আরও একটা কোরালে আমি গরু রেখেছি, তাই তোমরা কত গরু এনেছ তার একটা হিসাব আমার দরকার।'

'তোমার দরকার থাকলে তুমি নিজে গুনে দেখে নাও, আমি এখন ওসব পারব না।'

ওদিকে এরফানের অজান্তেই ব্যারি কাজ সেরে ফিরে পিছন থেকে ওকে দেখতে পেল। চোখ সরু করে ওর দিকে চেয়ে রাইফেল নিয়ে সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। ওর চোখ এরফানের চওড়া পিঠের ওপর আটকে আছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা কালো ষাঁড় ঝোপের আড়াল থেকে ওকে লক্ষ করছে। আক্রমণ করার আগে পা দিয়ে মাটি আঁচড়ানোর শব্দে ব্যারি ফিরে তাকাল। ষাঁড়ের মতলব বুঝতে পেরে রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল সে। কিন্তু একটা গুলি ওটাকে ঠেকাতে পারল না। মাথা নিচু করে ঢুঁশ মারল সে। ছিটকে একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ল ব্যারি। গুলির শব্দে এরফান পিছন ফিরে দেখল ষাঁড়টা ওর দিকেই ছুটে আসছে। তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করে পর পর দুটো গুলি করল সে

ষাঁড়ের মাথায়। ওর থেকে মাত্র এক হাত দূরে ধরাশায়ী হলো ষাঁড়। আকাশের দিকে কয়েকবার ঠ্যাং ছুঁড়ে স্থির হলো।

সাত

টম ব্রাউন লিভারি আস্তাবলের মেঝেতে পায়চারি করছে। সে এরফানকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। 'তোমার সাথে দেখা হয়ে ভালই হলো, এদিকে কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে!'

'কী রকম?'

'কিছু লোক দাবি করছে তারা গত দুই রাতে ভূত দেখেছে। ওরা ফালতু লোকও নয়, ওরা বলে গত দুই রাতে তারা সাদা মত কিছু আকাশে ভেসে বেড়াতে দেখেছে। কথাটা শুনে বেলো খুব বিব্রত হয়ে উঠেছে। ডেড হর্স পাসের কাছে ওরা রাস্তা পার হয়েছে!'

'এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওরা ব্যাবিলন মেসার ব্রাদার।'

'ওরা বেলোর কাছে কী চায়?'

'জানি না। ওই কাগজ-পত্রগুলো তুমি দেখেছিলে?'

'হ্যাঁ, ওগুলোর মধ্যে পিটার ডুভালের সরকারের কাছে লেখা জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কাগজ-পত্র রয়েছে। এতে প্রমাণ হয় বেলো তার জমি জোর করে দখল করেছে।'

'ওই যে, মার্শাল আসছে, চলো যাই, বেলোর মুখোমুখি হই।'

এরফানের দিকে চেয়ে কাগজগুলো গ্রহণ করল সে। ওগুলোর উপর চোখ বুলাবার ফাঁকে কয়েকবার মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'চলো, বেলোর মুখোমুখি হওয়া যাক। এই প্রথম আমি কাউকে গ্রেপ্তার করে সত্যিকার আনন্দ পাব।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ম্যানশন হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা তিনজন। দরজায় নক করতেই ভিতরে ঢোকার অনুমতি মিলল। ওদের তিনজনকে একসাথে ঢুকতে দেখে একটু অবাক হলো বেলো।

মার্শালই কথা শুরু করল। 'এই কাগজগুলোতে তোমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, তাতে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি। কোর্টে তোমাকে খুন, ডাকাতি আর সাথে আরও কিছু অভিযোগের জবাব দিতে হবে।'

সোফায় হেলান দিয়ে আরাম করে বসল বেলো। 'তোমার কাছে এসবের কোন প্রমাণ আছে?'

হাতের কাগজগুলো তুলে ধরে কয়েকটা প্রমাণ বলল মার্শাল।

বেলোর মুখটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। এরফানের দিকে চেয়ে সে বলল, 'এসবের জন্যে নিশ্চয় তুমিই দায়ী? আমারই ভুল হয়েছে, ইভান্সকে না মেরে তোমাকেই আমার আগে শেষ করা উচিত ছিল। ঠিক যেমন আমি খতম করে দিয়েছিলাম ডুভালকে।'

'ওর র‍্যাঞ্চের বাড়িঘরও নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলে,' বলল এরফান।

'হ্যাঁ,' ঘৃণা ঝরল বেলোর কণ্ঠ থেকে। 'শুধু তুমি না এলে সবই আমি সামলে নিতে পারতাম।'

'বিগ টেলরকে খুন করতেও লোক লাগিয়েছিলে তুমি।'

'লাগিয়েছিলাম,' বলল বেলো। 'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমার। এখন আর এরকম দুয়েকটা অভিযোগে আমার ফাঁসির চেয়ে বেশি শাস্তি তো আর হবে না!'

মার্শাল আর ব্রাউন বেলোকে নিয়ে রওনা হলে এরফান পিছন থেকে মার্শালকে ডেকে বলল, 'তুমি যখন পাইক আর বিগকে ছাড়বে, রাস্তায় ওদের আমার সাথে দেখা করতে বোলো।'

সিভি বেল লবিতে অপেক্ষা করছিল। ওর সাথে সেরাও রয়েছে। এরফানকে লবিতে ঢুকতে দেখে সে বলল, 'ধন্যবাদ, তোমার দৌলতেই আমি র‍্যাঞ্চটা ফেরত পেতে চলেছি। তুমি না থাকলে আমার অবস্থা বেশ কাহিল হত।'

'এখানে ধন্যবাদ বিগেরও প্রাপ্য,' বলল এরফান। 'সে না থাকলে আমি এতটা উৎসাহ পেতাম না।'

পাইক আর বিগ এরফানকে রাস্তায় না দেখে ম্যানশন হাউসের লবিতে ঢুকল।

এরফান বলল, 'র‍্যাঞ্চ তুমি ফেরত পাবে বটে, কিন্তু চালাবে কী করে? শোনো তোমাকে একটা বুদ্ধি দেই। আমরা যে গরুগুলো ঝোপের থেকে বের করেছি সেগুলো নিজের বলে ক্লেইম করলেই তুমি পেয়ে যাবে, কারণ ওগুলোর কোন ব্র্যান্ড নেই। ওগুলো বিক্রি করে তুমি র‍্যাঞ্চ চালাবার মত টাকা পেয়ে যাবে।'

'তাহলে তো ভালই হয়, তোমাদের পাওনা মিটিয়েও আমার হাতে অনেক টাকা থাকবে।'

'তোমাদের দেখে ভাল লাগছে,' বিগ আর পাইককে বলল এরফান। 'মৃত ক্লার্ক ইভান্স যেসব কাগজ জড়ো করেছিল, স্বীকারোক্তি করেছিল, সেগুলোই সিভির র‍্যাঞ্চের মালিকানা

প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট।'

'ওরা ওকে নিয়ে গেছে,' বলল পাইক।

'কে কাকে নিয়ে গেছে?' প্রশ্ন করল এরফান।

'ব্রাদাররা বেলোকে নিয়ে গেছে!'

সবগুলো চোখ পাইকের ওপর পড়ল। 'হ্যাঁ,' বলল পাইক, 'মার্শাল দরজা খুলতেই দু'জন ব্রাদার পিছন থেকে ডবল ব্যারেল শটগান নিয়ে কাভার করে দাঁড়াল। ওরা জানাল ওদের আগে থেকেই দাবি আছে বেলোর ওপর। বলল "ওকে আমরা ডাকাতি আর খুনের দায়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের ব্যাপার আমরাই বিচার করব।"

'দুটো শটগানের মুখে মার্শাল সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো। বাইরে ওদের আরও লোক ছিল। আমি বাড়িয়ে বলছি না, মার্শালের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছিল।'

'মার্শাল ওদের দিকে একবার চেয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিল যে ওদের বিরুদ্ধে গোলমাল করা বৃথা। তাই সে বাধা না দিয়ে সরে দাঁড়াল, ওরা বেলোকে নিয়ে নির্বিবাদে বেরিয়ে গেল। এভাবে একেবারে ভেঙে পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি। বেলোর অবস্থা দেখে সত্যি করুণাই হলো। সে অনুনয় করতে শুরু করল– কিন্তু মার্শাল অনড় থাকল। কেবল বলল, "তোমার জন্যে আমি বা আর কেউ এদের রক্ত ঝরাতে যাবে না।"

'এরপর ওরা সবাই মিলে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল।

'যাবার আগে মার্শাল বলল, "যাও, যা করেছ তার জবাব তোমাকেই দিতে হবে।"'

'ওরা বেলোকে নিয়ে কী করবে বলে তোমার মনে হয়?'

'কেউ বলতে পারে না ওরা ঠিক কী করবে–তবে আমি এটুকু বলতে পারি, কোনও কিছুর বিনিময়েই আমি বেলোর

সাথে স্থান বদল করতে রাজি হব না।'

এরফানের দিকে চেয়ে সে আবার বলল, 'একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখা দরকার যে, বিল স্যাকসন বলেছে তোমার দেখা পেলে সে তোমার পিঠের ছাল তুলে নেবে, সুতরাং সাবধান।'

'আমি ভাবছি বিল স্যাকসন আর টম ব্রাউনের কী খবর,' বলে উঠল বিগ টেলর।

এরফানও ওদের কথা ভোলেনি, বক্স টির বিশাল ফোরম্যান কিছুতেই মার খাওয়ার কথা ভুলতে পারবে না। মার্শাল টাকার খোঁজে বক্স টিতেই গেছে। টম ব্রাউনের কথা সে জানে না। মার্শাল একাই ওখানে গেছে। 'আমার মনে হয়,' উঠে দাঁড়াল এরফান। 'আমি নিজেও ওখানেই যাব।'

'তোমার মনে হয় মার্শাল বক্স টিতে বিলের দেখা পাবে?'

'জানি না বিল এখন কী করবে, স্মার্ট হলে সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু ক্রেগ আর প্রেসের দেখা পেলে সে ওদের থাকতে বাধ্য করবে। কিন্তু বেলোর শেষ পর্যন্ত কী হলো সেটা আমার জানা দরকার।'

'আমিও তোমার সাথে আসছি,' বলল পাইক।

'ওসব চলবে না, তোমার সেরার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখন থেকে এটা শুধু একা আমার কাজ।'

বাইরে বেরিয়ে সে ঘোড়ায় চড়ে ট্রেইলের দিকে এগোল।

'এই কাজের জন্যে ওর চেয়ে উপযুক্ত আর কেউ নেই,' এরফান চলে যেতে বলল পাইক, 'তবু ওর সাথে আমি যেতে চেয়েছিলাম।'

দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে বক্স টিতে পৌঁছল এরফান। খুর থেকে ধুলো আর স্যাডলের ককানি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

ওখানে একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল সে। ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে এক ছুটে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল এরফান। ভিতরে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে মার্শাল। হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে ওকে চিত করল এরফান। চোখের পাতা কয়েকবার নেড়ে চোখ খুলল মার্শাল। ওকে চিনতে পেরে হাসার চেষ্টা করে বলল, 'আমি জখম হয়েছি। পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে আমাকে দ্রুত হারিয়ে দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাল।'

'তুমি এমন কিছু চোট পাওনি,' দ্রুত পরীক্ষা করে জানাল এরফান। 'তোমার শহরে ফিরে যাওয়া উচিত।'

'মনে হয় পারব। বিল আসলে তোমাকে বা বিগকে চেয়েছিল। তবে টাকা নিতে পারেনি ও।'

এরফান তার ঘোড়ার দিকে ফিরল। 'আবার দেখা হবে মার্শাল,' বলে হাত নেড়ে ঘোড়ায় চড়ল সে।

খারাপ মানুষকে ভালই চেনে এরফান। সে জানে তাকে কিসের মোকাবিলা করতে হবে। ক্রেগ আর প্রেসের সাথে যদি ওর দেখা হয়ে যায় তবে ওকে তিনজনের মোকাবিলা করতে হবে। বিলের সাথে ওরাও ফাইটে যোগ দিতে বাধ্য হবে। সুতরাং ওকে সেই ভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এরফান জানে সোজা নাসপাতির কাঁটাবনেই ঢুকবে বিল। তাই সে ঘোড়া ওই দিকেই ছোটাল।

সিডি বেল উপত্যকার নীচে শহর থেকে বেরিয়েই পথের উপর ঘোড়াটাকে দেখতে পেল। মার্শালের খোঁজে গেছে বিগ। সে দেখতে গেছে লোকটা কী অবস্থায় আছে।

ঘোড়াটা ট্রেইলের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে; ওটার কাছে কী যেন পড়ে রয়েছে। রক্তাক্ত দেখাচ্ছে ওটা। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে

ওদিকে রওনা হলো সিন্ডি।

পৌঁছে দেখল রক্তাক্ত লোকটা মাটিতে পড়ে আছে। ট্রেনিংপ্রাপ্ত ঘোড়াটা ট্রেইলের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ছুটে লোকটার কাছে গেল সিন্ডি। সাবধানে লোকটাকে চিত করে শুইয়ে ক্ষত পরীক্ষা করল সে। ওর পরনে বাড়িতে বোনা আলখাল্লা। হুড সরিয়ে দেখল সুন্দর চেহারার এক যুবক, ওর মুখটা এখন খুব ফেকাসে। মানুষের ছোঁয়া পেয়ে ওর চোখ খুলে গেল। সে বলল, 'হারকট...ওরফে... বেলো–ভয়ঙ্কর এক কুখ্যাত খুনে ডাকাত ও। অসম্ভব নীচ লোক। ও পালিয়ে গেছে।'

ওর কথায় ভয় পেল সিন্ডি। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষতগুলো ধুইয়ে দিল সে। তারপর স্কার্ট ছিঁড়ে ক্ষতগুলো বেঁধে দিয়ে নিজের রাইফেল বের করে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ে একটু থেমে আরও তিনটে গুলি ছুঁড়ল।

শহর থেকে দ্রুত ছুটে আসা খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটু পরেই বিগ এসে হাজির হলো সবার আগে, পরে অন্য সবাই এল। সংক্ষেপে ওদের সব কথা জানাল সিন্ডি।

'ওরা কতজন ছিল?' পাইক প্রশ্ন করল।

'ঠিক জানি না, হয়ত তিন-চারজন হবে। এখন বেলোও ওদের সাথে আছে।'

'বোঝা যাচ্ছে বিল তার সাথী দু'জনকে খুঁজে পেয়েছে।'

সিন্ডি তার কথা শেষ করলে বাকিটা আহত লোকটা বলল।

ওরা বন্দী বেলোকে নিয়ে ব্যাবিলন মেসার কাছে পৌঁছেছে এই সময়ে কিছু উত্তেজনার মাঝে শুরু হলো গোলাগুলি, শেষে দুজনের একজন মারা পড়ল, অন্যজন আহত অবস্থায় মেসার উপরে পৌঁছতে পারবে না বুঝে ঘোড়া ঘুরিয়ে শহরের দিকে চলল। ওকেই দেখেছে সিন্ডি।

বেলোকে যে পাঁচজন গার্ড নিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তারা প্রত্যেকেই মারা পড়েছে। সিন্ডি বেল লোকজনের যাওয়া দেখল, ওরা শহরে গিয়ে আহত লোকটার জন্যে বাগি পাঠাবে। সিন্ডি এবার ভাবল এরফানের কথা। সে সম্পূর্ণ একা। নির্ঘাত মারা পড়বে ও। এখন বেলোও ওদের সাথে আছে। ওকে সাবধান করার কেউ নেই। বিড়বিড় করে বলল সিন্ডি, 'তুমি ঠিক থেকো, এরফান, আমি আসছি। একজনের খোঁজে গিয়ে ও চারজনের মাঝে পড়বে। ওরা ওকে মেরে ফেলবে।'

সিন্ডির মেয়ারটা ছুটতে ভালবাসে, ছুটে চলল সে। সিন্ডি ভাবছে, তার জন্য এরফান অনেক কষ্টে প্রমাণ জোগাড় করেছে, আর এখন সে মরতে যাচ্ছে!

কাঁটা নাসপাতির বনে ঢুকল সিন্ডি। এখানে কোনও ট্রেইল নেই, তবু ঝোপের উপর ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিন্ডি, এরফানকেও এমন করতে দেখেছে সে। বেরিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল মেয়েটা। আবার ঘোড়া ছুটাল সে, কিন্তু থামার আগেই সে একটা দলের মধ্যে ঢুকে গেল।

বিশদ হেসে বিল বেলোর দিকে চেয়ে চোখ টিপল। 'দেখো, সঙ্গী হিসেবে কাকে পেয়েছি!'

'তুমি এত তাড়াহুড়া করে এদিকে কোথায় যাচ্ছিলে সুন্দরী?'

সিন্ডির ভিতর হতাশা উপচে উঠল।

'ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দাও,' বলল সিন্ডি।

'ছেড়ে দেব? আমি তো তোমার সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ খুঁজছিলাম!'

'ওকে সাথে করে নিয়ে এসো,' আদেশ করল বেলো। 'চলো যাওয়া যাক,' মাথা ঝাঁকাল বেলো, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ। এরফানকে

আমরা যে-কোন সময়ে যখন খুশি আসতে বাধ্য করতে পারি।'

সিন্ডির রাইফেলটা ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে নেওয়া হলো। প্রেস ওর হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে অন্য মাথা বিলের কাছে দিল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর এরফান শেষ পর্যন্ত থামল। একঘণ্টা আগেই ওদের ট্র্যাক হারিয়েছে সে। আধবুনো গরুর খুরের ছাপে ঢাকা পড়ে গেছে আরোহীদের ছাপ। তবু সে বনের আরও গভীরে ঢুকেছে। একটা গুলির শব্দ তার কানে এসেছে, কিন্তু সেটা এই নিস্তব্ধ আবহাওয়ায় আরও দূর থেকে এসে থাকতে পারে। হয়ত কেউ একটা কয়োটিকে গুলি করে থাকতে পারে। তবু যত সময় গেছে সে আরও সাবধান হয়েছে।

প্রায় এক মাইল যাওয়ার পর হঠাৎ ঘোড়া থামাল এরফান। বিলের ঘোড়ার ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল সে। ঝুঁকে ছাপ দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হয়ে গেল এরফান। ওদের ঘোড়ার ছাপের সাথে সিন্ডির ঘোড়ার ছাপও দেখা যাচ্ছে। এখন? ওদের থেকে সে মেয়েটাকে উদ্ধার করবে কীভাবে? একটা উপায় ভেবে বের করতেই হবে ওকে। ওদের মাঝে মেয়েটাকে ছেড়েও যাওয়া যায় না।

সে সিদ্ধান্ত নিল যে, নজর রাখলে ওরা ঝোপের ওপরই নজর রাখবে, সুতরাং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ক্রল করে ফাঁকা জায়গা দিয়েই এগোল। লম্বা ঘাসের ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে দেখল তার গন্তব্য আর বেশি দূরে নেই।

বুটের মাথা মাটিতে ডাবিয়ে ছুটে এগোনোর প্রস্তুতি নিল এরফান। একটু অপেক্ষা করে সুযোগ বুঝে দ্রুত ছুটল সে। কিন্তু উপর থেকে কোনও গুলি এল না। কারণ সে এখনও ঝোপের দিকে চেয়ে বসে আছে।

একটু পরেই উঠে দাঁড়াল সে। তারপর দুপদাপ শব্দ তুলে নীচে নেমে এল। ততক্ষণে এরফান পাথরের আড়ালে চলে গেছে।

লোকটা ফাঁকায় বেরিয়ে এলে এরফানও বেরিয়ে এল। 'তোমার অস্ত্র ফেলে দাও,' আদেশ করল ও।

'যখন সুযোগ ছিল তখনই আমার উচিত ছিল না থেমে সোজা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া।'

'ঠিক বলেছ!' কঠিন হলো এরফান। 'তোমার সুযোগ তুমি নিজে নষ্ট করেছ! এখন তুমি একটা খারাপ অবস্থানে আছ। এখন আর আমার করার কিছু নেই।'

স্বপক্ষে বলার মত কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে ক্রেগ চুপ করেই থাকল। 'ওরা সিন্ডি বেলকে আটকে রেখেছে।'

লোকটা হাতের রাইফেল আর কোমরের পিস্তল ফেলে দেওয়ার পর জেসাপ এগিয়ে গেল। ওর হাত আর পা একত্রে বেঁধে ওকে শুইয়ে দিল সে। 'সিন্ডিকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে?' প্রশ্ন করল এরফান।

'নীচের ক্যানিয়নে মাইল খানেক ভিতরে একটা নিরাপদ জায়গা আছে, সেখানেই গেছে ওরা।'

ক্রেগ লোকটাকে ছায়ায় শুইয়ে রেখে এরফান চলে যাচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, 'তুমি যদি আর ফিরে না আস? আমার কী হবে?'

'ভয় নেই, আমি ফিরে আসব।'

'ওরা যদি তোমাকে মেরে ফেলে?'

'তা হলে বলতে হবে তোমার কপাল খারাপ।'

একঘণ্টা পরে ক্যানিয়নের তলায় পৌঁছল সে। সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে সে। আরও একঘণ্টা পর ওদের কথার আওয়াজ শুনতে পেল জেসাপ।

*

দারুণ ভয় পেয়েছে সিন্ডি। পশ্চিমের রূঢ়তার সাথে সে পরিচিত; সে জানে, জীবন কেমন কঠিন। পশ্চিমের আর সব মেয়ের চেয়ে অনেক চালাক সে। আর তার অভিজ্ঞতাও আছে প্রচুর। সে জানে ওদের কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। প্রেসকটকে তো একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না, কারণ সে বেলো আর বিল স্যাকসনের হুকুমের দাস। বেলো যে শেষে সিন্ডিকে হত্যা করবে এসম্পর্কে সে নিশ্চিত। তাহলে বাকি থাকে কেবল বিল। ওখানেই সে শেষ চেষ্টা করে দেখবে। বিল বেলোর কথার জবাবে বলছিল, 'ও হয়ত এরফানকে একেবারে শেষ করে ফেলার জন্যেই বাকি গুলিগুলো করেছে।'

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না বেলো। 'একটা মানুষ মারতে একটা গুলিরই দরকার হয়, এতগুলো কেন? নাহ, আমার নিজেরই থাকা উচিত ছিল ওখানে।'

বেলো একটু আড়ালে সরে যেতেই কথাটা পাড়ল সিন্ডি। 'তুমি আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ না কেন? তোমরা তো এমনিতেও ফাঁদে পড়ে গেছ। কোন দিকেই পালাবার উপায় নেই। সামনে গেলে ব্রাদাররা ধরবে, পিছনে মার্শাল পাসি নিয়ে আসছে। ক্যানিয়ন বেয়ে উপরেও উঠতে পারছ না। তার চেয়ে আমাকে ছেড়ে দাও, তাতে তোমাদেরই পালাবার সুযোগ বাড়বে।'

'তুমি খুব চালাক, তা-ই না? নিজের পক্ষে সুন্দর যুক্তি খাড়া করেছ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া হবে না। আমাদের অন্য প্ল্যান আছে।'

সেটা যে কী, তা সিন্ডি ভাল করেই বোঝে।

'আচ্ছা, ব্রাদাররা তোমাকে কী জন্যে চায়?' হঠাৎ প্রশ্ন করল বিল।

ওর চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ চেয়ে থেকে

বেলো বলল, 'সেটা জানার কোনও দরকার নেই তোমার।'

'এটা কী ধরনের কথা হলো? এই জন্যেই কি আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলাম?'

'আমি দুঃখিত বিল, ওটা বলা আমার উচিত হয়নি,' ধীরে শান্ত হয়ে বলল বেলো। 'আমরা এমনিতেই অনেক ঝামেলায় আছি, এখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে সেটা বাড়িয়ে কী লাভ?'

ঘোড়া সাজা হলে বিল সিন্ডিকে ঘোড়ায় উঠতে বলল।

ঘোড়ায় উঠে সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিলে হয় না? আমি সাথে থাকলে তোমাদেরই অসুবিধা হবে।'

'না,' বলে সে-ও ঘোড়ায় উঠল।

একবারই মাত্র বেলো পিছন ফিরে চেয়ে দেখল। চারপাশে অন্ধকার ঘনিয়েছে, কেবল ওদের ফেলে আসা আগুনটা দেখা যাচ্ছে।

ক্যানিয়নের নীচে পৌঁছে এরফান সোজা সামনের দিকে এগোল। অনেক উপর থেকে সে দেখেছে ওদের ক্যাম্প কোথায়। খুব সাবধানে এগোচ্ছে সে। জানে এক মাইল পরেই ওদের ক্যাম্প।

ওখানে পৌঁছে দেখল কী যেন একটা মিলছে না। ভাল করে খেয়াল করে বুঝল ওখানে বিলকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু একটু পরেই বিল ওখানে হাজির হলো।

'আমাকে খুঁজছ?' প্রশ্ন করল বিল স্যাকসন। 'সিন্ডি মেয়েটা ভাল, ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই, তুমি আমাকে বেজায় পিটিয়েছিলে, আজ আমি তার শোধ তুলব।' পিস্তল বের করে অত্যন্ত দ্রুত ট্রিগার টিপে দিল সে। এরফানের কপাল ভাল কাজটা দ্রুত করতে গিয়ে ওর তাক ঠিক রইল না। গুলিটা মিস হলো। পরের

মুহূর্তেই এরফানের গুলি ওর হার্ট ফুটো করে দিল। কিন্তু তার পরেও বিশালদেহী স্যাকসনকে ধরাশায়ী করতে ওকে আরও দুটো গুলি করতে হলো। পড়ে গিয়েও সে গুলি করেছিল, কিন্তু সেটা নিষ্ফল ভাবে মাটিতে ঢুকল।

আবার টপারে চড়ে বেলোকে অনুসরণ করল এরফান। বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে বেলো। সিন্ডিকে বন্দি করে নিয়ে চলেছে। তবে এরফানকে বেশি দূর যেতে হলো না, দেখল একদল অশ্বারোহী প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। ওদের হাতে রাইফেল আর পরনে আলখাল্লা। জেসাপকে দেখে ওরা একটু দূর দিয়েই পার হলো।

ওদের দেখে আতঙ্কিত বেলো সিন্ডির দিকে খেয়াল না দিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় দিল। কিন্তু ধাওয়া করে আসা ছুটন্ত ঘোড়ার বিরুদ্ধে কতক্ষণ? দুপাশ থেকে দু'জনে ওরা বেলোকে ধরে শূন্যে তুলল। এক ঝাঁক রাইফেলের গুলি বেলোর বুক ঝাঁঝরা করে দিল। বেলোর নির্জীব দেহটা ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। লাশটার দিকে চেয়ে এরফান অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলে চেয়ে দেখল সিন্ডি ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

'তোমার কিছু হয়নি তো?' প্রশ্ন করল এরফান।

'না, হয়নি। তুমিই ওকে খুন করেছ?'

'না, ব্রাদাররা। ওরা বেলোর পুরোনো ঋণ শোধ করেছে।'

'এখানে আমাদের আর করার কিছু নেই, চলো, ফেরা যাক।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে বিগ নিশ্চয় চিন্তায় পড়েছে।'

ফেরার পথে এরফান ক্রেগকে যেখানে বেঁধে রেখেছিল সেখানে গেল; কিন্তু ওখানে এক টুকরো দড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। ওর ঘোড়াটাও অদৃশ্য হয়েছে।

'পালিয়েছে! যাক, এটা এক দিক থেকে ভালই হয়েছে,' বলল এরফান। 'আমাদের আর ঝামেলা করতে হলো না।'

শহরে ফিরে ওরা দেখল দশ-বারজন ব্রাদার কী যেন করছে। ওরা সরে গেলে এগিয়ে নোটিশটা দেখতে পেল: *শহরবাসীদের জানা দরকার যে বেলো ওরফে হারলট বিভিন্ন গুরুতর অপরাধ করেছে। আমাদের বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজই দুপুরে সেটা কার্যকর করা হয়েছে।*

আকাশে নিচু করে মেঘ জমেছে, বৃষ্টিও পড়ছে। তারই মাঝে এরফানকে বিদায় জানাতে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে বিগ আর সিন্ডি। সুদূর ওয়াইওমিঙের ট্রেইল ধরে রওনা হয়েছে এরফান। টিলার উপর উঠে সে যেন পিছন ফিরে হাত নাড়ল। বৃষ্টির পানিতে চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, তাই ওরা নিশ্চিত বলতে পারবে না এরফান সত্যিই হাত নেড়েছিল কি না। তবু সিন্ডি হাত নেড়ে বিদায় জানাল। বন্ধুকে বিদায় দিয়ে মনটা ভারী হয়ে রয়েছে তার।

-o-